- বর্ষ ২০২৩
- সংখ্যা ০২
- এপ্রিল- জুন

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রকাশনার ২২ বছর

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

ঘাসফুল আয়োজিত "বাল্যবিবাহ: লিঙ্গ সমতার অন্তরায়" শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তারা

সম্মিলিত উদ্যোগেই বাল্যবিবাহ রোধ সম্ভব

ইউএনএফপিএ'র সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে জানা যায়, বাল্যবিবাহে বাংলাদেশ এশিয়ার শীর্ষে। আঠারো বছর বয়সের আগে ৫১ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। অথচ মালদ্বীপে ০২ শতাংশ, শ্রীলংকায় ১০ শতাংশ, পাকিস্তানে ১৮ শতাংশ, ভারতে ২৩ শতাংশ, ভূটানে ২৬ শতাংশ, আফগানিস্তানে ২৮ শতাংশ এবং নেপালে ৩৩ শতাংশ বাল্যবিবাহ হয়। তিনি আরো বলেন, ইউনিসেফ'র সাম্প্রতিক তথ্যে জানা যায় বর্তমান ধারায় এ অঞ্চলে বাল্যবিবাহের পুরোপুরি অবসান হতে প্রায় ৫৫ বছর লাগতে পারে। কোভিড পরবর্তী চট্টগ্রাম শহরের সড়ক পরিবহণে যুক্ত শিশুদের উপর সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায়, ৩৩৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৭.১৬ শতাংশ ছেলেশিশুও বাল্যবিবাহ করেছে, যা উদ্বেগের। মেয়েশিশুদের পাশাপাশি ছেলেশিশুদের মাঝেও বাল্যবিবাহের ঝোঁক বাড়ছে-যা সত্যিই উদ্বেগজনক। আমাদের সচেষ্ট হতে হবে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি'র লক্ষ্য অর্জনে।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বাংলাদেশে এলাকাভিত্তিক আর্থসামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে যুগোপযোগীপদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। এবিষয়ে রাষ্ট্র, পরিবার, সমাজ সবাইকে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে। নারীকে শুধুমাত্র নারী হিসেবে না দেখে মানুষ হিসেবে দেখার জন্য দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। মোবাইলফোনের সহজলভ্যতার কারণে শিক্ষার্থীরা যাতে বিপথগামী না হয় সেক্ষেত্রে শিক্ষক ও অভিভাবকদের সচেতনতা প্রয়োজন। মেয়েরা শিক্ষা, চাকরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেন বৈষম্যের শিকার না হয় তার উপর গুরুত্বারোপ করা দরকার। বাল্যবিবাহ ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সামাজিক আচরণ ও পরিবর্তনের জন্য জনসচেতনতা বাড়াতে হবে। বাল্যবিবাহের সামগ্রিক হার কমানোর জন্য মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেদেরও কম বয়সে বিয়ে রোধ করার জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বাল্যবিবাহ বন্ধে আইনের সঠিক চর্চা, প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা জরুরী। পাশাপাশি সরকারের নারীবান্ধব উদ্যোগগুলোর প্রচারে জোর দেয়া দরকার। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সরকার, এনজিও, সিভিল সোসাইটি সংগঠন, পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টর সমূহের মধ্যে সমন্বিতভাবে কাজ করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।গত ০৩ জুন ঘাসফুল আয়োজিত "বাল্যবিবাহ: লিঙ্গ সমতার অন্তরায়" শীর্ষক ওয়েবিনারে বিভিন্ন বক্তব্যে এসব বিষয় উঠে আসে। ◢ *বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন*

পারভীন মাহমুদ এফসিএ-এর "টপ-ফিফটি ওমেন গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ড ২০২৩" অর্জনে গর্বিত ঘাসফুল পরিবার

আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অনন্য অবদানের জন্য "লিডার শিপ-ইন-ফাইন্যান্স এন্ড অ্যাক্যাউন্টিং" ক্যাটাগরীতে "টপ-ফিফটি" ওমেন গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ডস-২০২৩ অর্জন করেছেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রথমবারের মতো কোন বাংলাদেশী নারী এই অ্যাওয়ার্ডস অর্জন করেন। গত ১৭ জুন শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোয় হোটেল সাংগ্রিলাতে এক অনুষ্ঠানে শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী দীনেশ গুণবর্ধনের উপস্থিতিতে ড. সুলোচনা সেগেরা এর নিকট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি পুরস্কারটি গ্রহণ করেন।

সম্মিলিত উদ্যোগেই বাল্যবিবাহ রোধ সম্ভব... ১ম পৃষ্ঠার পর

ঘাসফুল-চেয়ারম্যান, চবি সিনেট সদস্য ও সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সঞ্চালনায় ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একুশে পদক ও স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ এবং পিকেএসএফ'র চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল'র সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান। মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সানজীদা আখতার। প্যানেল আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বেগম রোকেয়া পদক ও একুশে পদকপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ এবং খেলাঘর কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারপার্সন প্রফেসর ড. মাহফুজা খানম, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফরিদা পারভীন, সাবেক সংসদ সদস্য ও জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান চেমন আরা তৈয়ব, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলা উদ্দিন ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির ডীন প্রফেসর ডা. সেলিম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর। প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থনীতিবিদ ও পিকেএসএফ'র চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, আমাদের সংস্থা পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থাদের উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে যুবসমাজ ও কিশোরী ক্লাবগুলো বাল্যবিবাহ, মেয়েদের উত্যক্তকরণ ও নারী নির্যাতন রোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন সর্ম্পকে আমার একটি কথা আছে। মেয়েদের বিয়ের বয়স যখন ১৮বছর করা হচ্ছিল এবং ১৬বছরের প্রবিশন রাখা হচ্ছিল তখন একটি যুক্তি দেয়া হতো যে, এরকম ব্যবস্থা বিশ্বের অন্যান্য দেশেও রয়েছে, যেমন ইউকে'তে আছে। কিন্তু ইউকে'তে আছে তা কিন্তু বিবাহ দেয়ার জন্য নয়, বিবাহ রোধ করার জন্য। ওখানে মেয়েদের বিবাহের গড় বয়স ২০বছর আর আমাদের দেশে ১৫-১৬ বছর। কাজেই যুক্তিটি গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের দেশে এই সুযোগটা অনেকেই অপব্যবহার করছে। সুতরাং অত্যন্ত সতর্কভাবে আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে, যাতে কেউ অপব্যবহার করতে না পারে। একজন মেয়ে যদি বিপদে পড়ে তাকে বিয়ে দেয়া যেতে পারে কিন্তু কেউ যেন সে সুযোগটা ভুলভাবে ব্যবহার করতে না পারে। করোনাকালে অনেক মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে বলা হয়েছে এখানে কিন্তু যাদের বিয়ে হয়েছে তাদেরকে স্কুলে ফিরিয়ে আনা কঠিন। তার একটা কারণ হচ্ছে বিয়ে হয়ে গেলে উপবৃত্তি দেয়া হয় না, অনেক সময় ফিরে আসলেও দেয়া হয় না। এদেরকে স্কুলে ফিরিয়ে আনার একটা প্রচেষ্টা থাকা দরকার। এসব শিক্ষার্থীদের যদি সহায়তা দিয়ে ফিরিয়ে আনা না হয় তাহলে তো তাদের ভবিষ্যত অন্ধকার! আমরা মনে করি মানুষকে এগিয়ে যেতে হলে নারী-পুরুষ কোন বিষয় নয়। উভয়ের এগিয়ে যেতে হলে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজন। বাল্যবিবাহ হয়ে গেলে এই তিনটি বিষয় থেকে ছিটকে পড়ে ওরা। সক্ষমতা বাড়ানো থেকে যদি ছিটকে পড়ে তাহলে তাদের ভবিষ্যত নষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের ছেলে-মেয়েদেরও ভবিষ্যতে সমস্যা হয়। আমাদেরকে সক্ষমতার ভিত্তিতে এগিয়ে যেতে হবে। মূলকথা হচ্ছে মানুষ হিসেবে ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবাই সমান। ধারনাটা যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে বহুবছর ধরে চলে আসা পুরুষতান্ত্রিকতা রোধ করে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে যে, মানুষ

সব সমান। কে কী কাজ করবে নিজে সিদ্ধান্ত নিবে, মানুষ হিসেবে তার যে অধিকার ও মর্যাদা পাওনা-তা সকলের প্রাপ্য।

সভাপতির বক্তব্যে ড. মনজুর উল আমিন চৌধুরী বলেন, ইউএনএফপি'র সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে জানা যায়, বাল্যবিবাহে বাংলাদেশ এশিয়ার শীর্ষে। আঠারো বছর বয়সের আগে ৫১শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। অথচ মালদ্বীপে ০২ শতাংশ, শ্রীলংকায় ১০ শতাংশ, পাকিস্তানে ১৮ শতাংশ, ভারতে ২৩ শতাংশ, ভূটানে ২৬ শতাংশ, আফগানিস্তানে ২৮ শতাংশ এবং নেপালে ৩৩ শতাংশ বাল্যবিবাহ হয়। তিনি আরো বলেন, ইউনিসেফ'র সাম্প্রতিক তথ্যে জানা যায় বর্তমান ধারায় এ অঞ্চলে বাল্যবিবাহের পুরোপুরি অবসান হতে প্রায় ৫৫ বছর লাগতে পারে। কোভিড পরবর্তী চট্টগ্রাম শহরের সড়ক পরিবহণে যুক্ত শিশুদের উপর তার সাম্প্রতিক গবেষণার বরাতে তিনি জানান, ৩৩৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে দেখা যায় ১৭.১৬শতাংশ ছেলেশিশুও বাল্যবিবাহ করেছে, যা উদ্বেগের। মেয়েশিশুদের পাশাপাশি ছেলেশিশুদের মাঝেও বাল্যবিবাহের ঝোঁক বাড়ছে-যা সত্যিই উদ্বেগজনক। আমাদের সচেষ্ট হতে হবে ২০৩০সালের মধ্যে এসডিজি'র লক্ষ্য অর্জনে।

উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর-চট্টগ্রাম এর উপ-পরিচালক মাধবী বড়ুয়া, সরকারী হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম, পটিয়া লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সঞ্জীব কুসুম চৌধুরী, রাংগুনিয়া উপজেলার পশ্চিম শিলক বেদৌরা আলম চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুবিনা ইয়াসমিন, ডাঃ খাস্তগীর সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক ফাহমী নাহিদা নাজনীন, স্বপ্নীল ব্র্যাইট ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মো: আলী শিকদার, ইপসা'র ফারহানা ইদ্রিস, ব্র্যাইট বাংলাদেশ ফোরামের নির্বাহী পরিচালক উৎপল বড়ুয়া, অপরাজেয় বাংলাদেশের মাহবুব উল আলম ও মায়মুনা আক্তার মিম (ভুক্তভোগী, বাল্যবিবাহ), সংশপ্তকের নির্বাহী পরিচালক লিটন চৌধুরী।

◢ বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

সম্মিলিত উদ্যোগেই বাল্যবিবাহ রোধ সম্ভব... ১ম পৃষ্ঠার পর

এছাড়াও অনলাইনে অংশগ্রহণ করেন, হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে সৌদিআরবে অবস্থানরত ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, ঘাসফুল সাধারণ পরিষদের সদস্য শাহানা মুহিত, ঝুমা রহমান, জেলা তথ্য অফিস-চট্টগ্রাম এর উপ-পরিচালক সাঈদ হাসান, যুগান্তর সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ইয়াছমিন পারভীন, ব্র্যাকের জেলা সমন্বয়ক এনামুল হাসান, আইডিএফ'র সুদর্শন বড়ুয়া, মনিষার নির্বাহী পরিচালক আজমল হোসাইন হিরু, উপকুল সমাজ উন্নয়ন সংস্থার জোবায়ের ফারুক লিটন, প্রত্যাশীর সুফি বশির আহমদ মনি, উষা'র পিযুষ দাশ গুপ্ত, ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আক্তারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গণমাধ্যমকর্মী, উন্নয়নকর্মীসহ সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। ওয়েবিনারটি ঘাসফুল ফেইজবুক থেকে লাইভ সম্প্রচার করা হয়। ওয়েবিনারের বক্তাদের আলোচনায় উঠে আসা বিষয়গুলো নিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে আটটি (০৮) সুপারিশমালা গৃহীত হয়। সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে;

সুপারিশমালা সমূহ:

১। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের জন্য এলাকাভিত্তিক আর্থসামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে need based solutionI পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

২। রাষ্ট্র, পরিবার, সমাজ সবাইকে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে এবং নারীকে নারী হিসেবে না দেখে মানুষ হিসেবে দেখার জন্য দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন প্রয়োজন।

৩। মোবাইল এর সহজলভ্যতার কারণে শিক্ষার্থীরা যাতে বিপথগামী না হয় সেক্ষেত্রে মা-বাবা, শিক্ষক ও অভিভাবকদের তত্ত্বাবধান জোরদার করা প্রয়োজন।

৪। মেয়েরা যেন শিক্ষা, চাকরিসহ কোন ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার না হয়, সেটা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৫। বাল্যবিবাহ ও নারীর প্রতিসহিংসতা রোধে সামাজিক আচরণের পরিবর্তনের জন্য সচেতনতা উদ্বুদ্ধকরণ, আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও প্রতিরোধ প্রয়োজন।

৬। বাংলাদেশের বাল্যবিবাহের সামগ্রিক হার কমানোর জন্য মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেদের কম বয়সে বিয়ে রোধ করার জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৭। বাল্যবিবাহ বন্ধে আইনের সঠিকচর্চা, প্রয়োগ ও প্রচার নিশ্চিত করা জরুরী। পাশাপাশি সরকারের নারীবান্ধব উদ্যোগগুলোর প্রচার জোরদার করা প্রয়োজন।

৮। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সরকার, এনজিও, স্থানীয় এবং সিভিল সোসাইটি সংগঠন, পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টর সমূহের মধ্যে সমন্বিতভাবে কাজ করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

পারভীন মাহমুদ এফসিএ-এর "টপ-ফিফটি ওমেন গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ড- ২০২৩" অর্জন... ১ম পৃষ্ঠার পর

ওমেন-ইন-ম্যানেজমেন্ট (ডব্লিউআইএম), ওমেন-ইন-ওয়ার্ক এর সহযোগিতায় ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) এবং অস্ট্রেলিয়া সরকারের অংশীদারিত্বে ৩৩টি দেশ থেকে ৫০০টি মনোনয়নের মধ্যে পারভীন মাহমুদকে লিডার শিপ-ইন-ফাইন্যান্স এন্ড অ্যাক্যাউন্টিং" ক্যাটাগরীতে পুরষ্কারের জন্য তাঁকে নির্বাচন করা হয়। কর্ম-সংস্থান ও পেশাদারীত্বে দক্ষতায় বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অন্যন্য অবদানের জন্য নারীনেত্রীদেরকে এই পুরষ্কারটি প্রদান করা হয়। এটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে পেশাজীবী নারীদের জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক একটি পুরষ্কার। টপ-ফিফটি প্রফেশনাল এবং ক্যারিয়ার ওমেন গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ডের লক্ষ্য হল আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যেসব নারী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদেরকে সম্মানিত করা। ওমেন-ইন-ম্যানেজমেন্ট (শ্রীলংকা, মালদ্বীপ,সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কানাডা) এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এবং ইনস্টিটিউট অব ওমেন ইন ম্যানেজমেন্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. সুলোচনা সেগেরা স্বাক্ষরিত এক বার্তায় বলা হয়, পারভীন মাহমুদসহ বিশ্বের শীর্ষ ৫০জন নারীনেত্রী ধারাবাহিকভাবে কঠোর পরিশ্রম অধ্যবসায় এবং নেতৃত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তারা নিজ নিজ দেশে বিভিন্ন সেক্টরে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এবং নারীদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। উল্লেখ্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) এর প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট, সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব একাউন্ট্যান্টস (সাফা) এর প্রথম বোর্ড মেম্বার এবং ইউসেপ বাংলাদেশ, মাইডাস, এসিড সার্ভাইভারস ফাউন্ডেশন, শাশা ডেনিম লিমিটেড'র চেয়ারপার্সনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের উন্নয়ন সংস্থা আরডিআরএস এর চেয়ারপার্সন এবং ঘাসফুল'র নির্বাহী সদস্য হিসেবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। পারভীন মাহমুদ এফসিএ এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় কর্পোরেট এবং এনজিও সেক্টরে সমান্তরালভাবে অবদান রেখে যাচ্ছেন। তিনি নারীর আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে বেগম রোকেয়া পদকপ্রাপ্ত (মরণোত্তর) ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ও ঘাসফুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, চট্টগ্রামের বিশিষ্ট কর উপদেষ্টা মরহুম লুৎফর রহমানের জ্যৈষ্ঠ কন্যা। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কর্মজীবী নারী হিসেবে এই মর্যাদাপূর্ণ পুরষ্কারটি পারভীন মাহমুদের ব্যতিক্রমী অবদানের স্মারক ও স্বীকৃতি। এ বিরল সম্মাননা অর্জনে ঘাসফুল পরিবার অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত। ঘাসফুল এর নির্বাহী পরিষদ, সাধারণ পরিষদ এবং সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে পারভীন মাহমুদকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়।

পারভীন মাহমুদ এফসিএ

ওমেন-ইন-ম্যানেজমেন্ট (শ্রীলংকা, মালদ্বীপ,সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কানাডা) এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এবং ইনস্টিটিউট অব ওমেন ইন ম্যানেজমেন্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. সুলোচনা সেগেরা স্বাক্ষরিত এক বার্তায় বলা হয়, পারভীন মাহমুদসহ বিশ্বের শীর্ষ ৫০জন নারীনেত্রী ধারাবাহিকভাবে কঠোর পরিশ্রম অধ্যবসায় এবং নেতৃত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তারা নিজ নিজ দেশে বিভিন্ন সেক্টরে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এবং নারীদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। উল্লেখ্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) এর প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট, সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব একাউন্ট্যান্টস (সাফা) এর প্রথম বোর্ড মেম্বার এবং ইউসেপ বাংলাদেশ, মাইডাস, এসিড সার্ভাইভারস ফাউন্ডেশন, শাশা ডেনিম লিমিটেড'র চেয়ারপার্সনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের উন্নয়ন সংস্থা আরডিআরএস এর চেয়ারপার্সন এবং ঘাসফুল'র নির্বাহী সদস্য হিসেবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। পারভীন মাহমুদ এফসিএ এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় কর্পোরেট এবং এনজিও সেক্টরে সমান্তরালভাবে অবদান রেখে যাচ্ছেন।

ঘাসফুল সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি'র আওতায়
তিনমাস ব্যাপী বৃক্ষরোপন কার্যক্রম-২০২৩ এর উদ্বোধন

চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের আহবানে সাড়া দিয়ে গত ১০ জুন ঘাসফুল চট্টগ্রাম নগরীর অনন্যা আবাসিক এলাকার নিকটস্থ ওয়াজেদীয়াতে এবং হাটহাজারী উপজেলার গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে বৃক্ষরোপন কার্যক্রম শুরু করে। ঘাসফুল সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি'র আওতায় এই কার্যক্রম আগামী তিনমাস: জুন, জুলাই, আগস্ট'২০২৩ পর্যন্ত চলমান থাকবে। এবছর ঘাসফুল সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি'র আওতায় চট্টগ্রাম মহানগরী, হাটহাজারী ও পটিয়া উপজেলায় মোট ছয় হাজার গাছের চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। উল্লেখ্য ঘাসফুল ২০০১ সাল থেকে পটিয়া, আনোয়ারা, হাটহাজারী, মিরসরাই উপজেলা, ফেনী জেলার সদর ও ছাগলনাইয়া উপজেলা এবং চট্টগ্রাম নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে অবস্থিত বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক, শিক্ষার্থী, মক্তব, মন্দির, ক্লাব, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে প্রতিবছরই অত্যন্ত সফলতার সাথে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ঘাসফুল পরিচালিত এবারের বৃক্ষরোপন কার্যক্রম উদ্বোধনে অংশ নেন সংস্থার মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের সহকারী পরিচালক শামসুল হক, প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনুর রশীদ, সমৃদ্ধি-মেখল এর সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ, এরিয়া ম্যানেজার নাজমুল হাসান পাটোয়ারী, শাখা ব্যবস্থাপক মশলিউর রহমান, কর্মকর্তা আবদুর রহমান, সমৃদ্ধি-গুমানমর্দ্দন এর সমন্বয়কারী মো: রিদোয়ান, কর্মকর্তা পাভেল তালুকদার, রুমেল মুৎসুদ্দী, অনিক বড়ুয়া, তানজিনা নাজনীন প্রমুখ।

ঘূর্ণিঝড় 'মোখা' মোকাবিলায় উপকূলীয় এলাকায় মাইকিং করছে
ঘাসফুল ইমারজেন্সী রেসকিউ টিম

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় 'মোখা' উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানার আশংকায় আবহাওয়া অধিদপ্তর গত ১৪ মে ১০নং মহাবিপদ সংকেত ঘোষণা করে। ঘূর্ণিঝড় 'মোখা' মোকাবিলায় প্রতিবারের মতো এবারো ঘাসফুল ইমারজেন্সী রেসকিউ টিম (Ghashful Emergency Rescue Team) এর প্রশিক্ষিত সদস্যরা ১৪ মে দুপুরের পর থেকে চট্টগ্রাম কাটগড় থেকে ফৌজদারহাট পর্যন্ত সাগরপাড়ের ঝুঁকিপূর্ণ বসতিগুলোতে মাইকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। আনোয়ারা ও মিরসরাই উপজেলার উপকূলীয় এলাকাগুলোতে উপকারভোগী সদস্যদের ঘরে ঘরে গিয়ে খোঁজখবর নেয়া এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন রেসকিউ টিমের সদস্যরা। এছাড়াও ঘাসফুল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র প্রধান ও সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী'র তত্ত্বাবধানে ঘূর্ণিঝড় এর পূর্বপ্রস্তুতি, ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন কার্যক্রম এবং ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী উদ্ধার, ত্রাণ ও সমন্বয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি কন্ট্রোল রুম সেবা চালু করা হয়।

কন্ট্রোল রুমের তথ্য গ্রহণ ও সিইও মহোদয়ের নির্দেশনা বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন ঘাসফুল ইর্মাজেন্সী রেসকিউ টিমের সমন্বয়ক সৈয়দ মামুনুর রশীদ, সদস্য- মাইক্রোফিন্যান্স চট্টগ্রাম জোনের সহকারি পরিচালকশামসুল হক, প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম, এরিয়া ম্যানেজার মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, নাজমুল হাসান পাটোয়ারী, রেহেনা বেগম, সাইফুল আলম, কর্মকর্তা আবদুর রহমান, সিনিয়র সাপোর্ট স্টাফ রাজীব দে, আশীষ দে, হুমায়ন কবীর হৃদয়, আমির হোসেন প্রমুখ।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

প্লাস্টিক-দুর্যোগ ভয়াবহ হয়ে উঠেছে কঠোর নীতিগত অবস্থান প্রয়োজন

আমরা জানি ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির (ইউএনইপি) উদ্যোগে প্রতিবছর সারাবিশ্বে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালিত হয়। এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য হলো 'সলিউশনস টু প্লাস্টিক' যার ভাবানুবাদ "প্লাস্টিক দূষণ সমাধানে সামিল হই সকলে" এবং শ্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে "সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ।"

আমরা সবাই জানি প্লাস্টিক ক্ষতিকর। পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থ থেকে এটি তৈরি হয়। প্লাস্টিক তার লাইফ সাইকেলে বিভিন্ন ধাপে মানুষ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। গ্রিণ হাউস গ্যাসের একটি উল্লেখ যোগ্য কারণ প্লাস্টিক। প্লাস্টিক তৈরিতে প্রায় ৩৮ ধরনের কেমিক্যাল ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে ১২ থেকে ১৮টি অত্যন্ত ক্ষতিকর। পলিথিনও একবার ব্যবহায পণ্যের মধ্যে পড়ে। এটা কোনোভাবে রিসাইকেল হয় না। এটা বর্জ্য উৎপন্ন করে। পরিবেশ থেকে কখনো বিলীন হয়ে যায় না। একসময় আমাদের খাদ্যের সঙ্গে মিশে যায়। মোটা প্লাস্টিক যা অনেকবার ব্যবহার করা যায়, সেটা বন্ধ করতে হয়তো কিছুটা সময় লাগবে কিন্তু একবার ব্যবহায প্লাস্টিক এখনই বন্ধ না করলে মানুষের জন্য মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হবে। যে প্লাস্টিক পুনরায় ব্যবহার করা যায়, সেটিও পরিবেশে থেকে যায়। আমরা দেখছি বিভিন্ন পণ্যের রং বেরঙের মিনিপ্যাক তৈরি হচ্ছে। যত বেশি রং, তত বেশি কেমিক্যাল। এতে প্রায় ১৮টি কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়। মিনিপ্যাক কোনোভাবেই পুনরায় ব্যবহার করা যায় না। এসব পরিবেশে থেকে কোনো না কোনোভাবে মানবদেহে ফিরে আসে। জীবনযাপনে প্লাস্টিক এই শতাব্দির সবচেয়ে বেশী ব্যবহায এবং পরিবেশ দূষণে সবচেয়ে বেশী উৎকণ্ঠার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্লাস্টিক ও পলিথিন আমাদের নদী, সাগর এবং বিভিন্ন জলপ্রবাহের গতিরোধে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, কৃষিজমির উর্বরতা নস্টকরণ, জল-স্থলে জীববৈচিত্র্য ও জনস্বাস্থ্যের জন্য যে হুমকি তৈরী করেছে তা বিভিন্ন সংবাদ, প্রতিবেদনে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে প্রচুর জনসচেতনতাও তৈরী হয়েছে কিন্তু প্লাস্টিক মানুষের জীবনযাপনে এতো বেশী অপরিহার্য হয়ে উঠেছে যে, তা বাদ দিয়ে প্লাস্টিক নির্মূলে কার্যকর উপায় বের করা বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে প্লাস্টিক দূষণ ভয়াবহ মাত্রায় বেড়ে চলেছে। এতে একধরনের রাসায়নিক পদার্থ থাকে, যা পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। ক্যানসার, কিডনির জটিলতা, উচ্চ রক্তচাপসহ নানা ধরনের ব্যাধির অন্যতম কারণ প্লাস্টিক। জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনই-পি) তথ্যমতে, প্রতিবছর সারা বিশ্বে ৮০ লাখ টন প্লাস্টিক বর্জ্য সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। প্লাস্টিক জাতীয় পণ্য কখনো পচে না, যার কারণে এর বর্জ্য পরিবেশ ও জীববৈচিত্রের মারাত্মক ক্ষতি করছে। প্লাস্টিকের ক্ষুদ্রকণা মাছ, পশুপাখির মাধ্যমে খাদ্যচক্রে ঢুকে মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়াচ্ছে, কমাচ্ছে জমির উর্বরতাও। সেক্ষেত্রে নদী ও নদীপাড়ের মাটি দুটিই প্লাস্টিকের আক্রমণে বিপন্ন। আমরা জানি বাংলাদেশ বিশ্বের প্রথম দেশ, যে দেশে ২০০২ সালে আইনের মাধ্যমে পলিথিন নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু ২০০৬ সালের পর আর কোনো কার্যকারিতা নেই। আইনে পলিথিনের ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকার পরও পলিথিন ব্যবহার করা হচ্ছে। কিছু প্লাস্টিক আমরা একবার ব্যবহার করে ফেলে দিই। যেমন কাপ, বোতল, প্যাকেট, চামচ, কটনবাড ইত্যাদি। আমাদের এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যগুলোর ব্যবহার বন্ধ করার পাশাপাশি সহজলভ্য বিকল্প তৈরী করা প্রয়োজন। প্লাস্টিক হয়তো পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হবে না কিন্তু একবার ব্যবহায প্লাস্টিক বন্ধ করার মাধ্যমে আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে। একবার ব্যবহায প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন করে মুনাফা করা সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে না। এটা উৎপাদন বন্ধ করা জরুরী। একই সঙ্গে আমাদের দেশপ্রেমিক শিল্প উদ্যোক্তাদের সাশ্রয়ী বিকল্প পণ্য খুঁজে বের করতে হবে। আমরা চাইলেই আমাদের পুরানো প্রথাগত পণ্যে ফিরতে পারি। যখন পলিথিন বা একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ছিল না, তখন আমরা টেকসই পণ্য ব্যবহার করেই সবকিছু সম্পাদন করেছি। পলিথিন ও একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের বিকল্প আমাদের সমাজে ছিলো এবং এখনো আছে, শুধু প্রয়োজন এসব পণ্য নতুন করে ব্যবহার উপযোগী করে উৎপাদনে নিয়ে আসা। আমাদের এখনই মাটি, পাট ও গাছের বিভিন্ন বিকল্প বস্তু ব্যবহারের কথা ভাবতে হবে। দেখা যায় গত ১০ থেকে ১৫ বছরে প্লাস্টিকের ব্যাপক ব্যবহার বেড়েছে। ২০২০ সালে বিশেষ করে কোভিডকালীন হঠাৎ করে প্লাস্টিক পলিথিনের ব্যবহার বেড়ে যায়, সেটি এখনো চলমান। আইনের ফাঁক ও বাস্তবায়নের দুর্বলতার কারণে পলিথিন ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত না হয়ে প্রতিবছরই বাড়ছে। এই ভয়াবহ 'প্লাস্টিক দুর্যোগ' ক্রমশ আরো ভয়াবহ হয়ে উঠছে। সুতরাং এখনই কার্যকর উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। তা না হলে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় প্লাস্টিকের কারণে ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। এখন শিশুরাও ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছে। আসলে প্লাস্টিকের রিসাইকেলও কোনো সমাধান নয়। প্লাস্টিক ঘুরে ফিরে পরিবেশে থেকে যায়। তাই ধীরে ধীরে একবার ব্যবহারযোগ্য এবং শেষ পর্যন্ত সব প্লাস্টিকের ব্যবহার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। অনেক দেশে একবার একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ও পলিথিন উৎপাদন বন্ধ রেখে বর্জ্যগুলো কিনে নিয়ে বিভিন্ন সড়ক নির্মাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের দেশেও বিষয়টি ভেবে দেখা

প্রয়োজন। আমরা অনেকেই প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে সচেতনতার কথা বলে পিভিসি ব্যানারে পরিবেশ রক্ষার বিভিন্ন বার্তা তুলে ধরি। অফিস-আদালতে, সভা-সমিতিতে বিকল্প গ্লাস ব্যবহার না করে প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করছি।

আমরা মনে করি, এ ব্যাপারে সরকারের কঠোর নীতিগত অবস্থানের পাশাপাশি জনসচেতনতার বিষয়টিও আরো বেশী জোরদার করতে হবে। সরকার, পরিবেশবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন, কর্মী, শিল্প উদ্যোক্তা বেসরকারি খাতসহ সকলেই একসাথে কাজ করতে পারলে বর্তমান বাস্তবতায় অন্তত সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও পরিবেশ আইন কার্যকর করার মাধ্যমে পরিবেশগত ক্ষতি কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

মে দিবসের ভাবনা
১ মে মহান মে দিবস

ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী

১ মে - আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস:

বঞ্চনা থেকে মুক্তির আকাঙ্খা নিয়ে বিশ্বের শ্রমিকরা প্রতিবছর ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস তথা মে দিবস পালন করেন। ১৮৮৬ সালের ১ মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের শ্রমিকরা আট ঘন্টা কর্মদিবসের দাবিতে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন। ১৮৮৬ সালের ঐতিহাসিক মে দিবস রূপান্তরিত হয় ১৮৯০ সালের আন্তর্জাতিক মে দিবসে। ১৮৯০ সাল থেকে ১ মে প্রতিবছর শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিক সংহতি, সৌভাতৃত্ব ও সংগ্রামের দিন বলে ঘোষিত হল। প্যারিস সম্মেলনের ঘোষণার পর থেকেই মে দিবস পালিত হয়। মে দিবস হল দুনিয়ার মেহনতী মানুষের সংকল্প গ্রহণের দিন। এই সংকল্প হল সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে শ্রেণি বৈষ্যমের বিলোপ সাধন। পুঁজিবাদী দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্তির দৃঢ় অঙ্গীকার। মে দিবস শ্রমিক শ্রেণির চিন্তা চেতনায় এনেছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের উৎসবের দিন, জাগরণের গান, সংগ্রামে ঐক্য ও গভীর প্রেরণা, মে দিবস শোষণ মুক্তির অঙ্গীকার। মে দিবস শ্রমিক সংহতি দিবস। মে দিবস কাজের সময় নির্ধারণ ও মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন, ন্যায্যতার দাবী। লেনিন মে দিবসকে ব্যবহার করেছিলেন শ্রমিক শ্রেণির বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের বলিষ্ট হাতিয়ার হিসেবে। তারই স্বার্থক পরিণতি ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবে। মে দিবস দুনিয়া জুড়ে শ্রমিক আন্দোলন ও মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। সাম্রজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের তীব্র প্রতিবাদ, দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণির এক হওয়ার, জেগে উঠার ও সংগঠিত হওয়ার উজ্জীবনী মন্ত্র।

বাংলাদেশেও দিবসটি যথা গুরুত্ব সহকারে পালিত হয়। সরকার, সরকারি দল, বিরোধী দল সমূহ, শ্রমিক সংগঠন সমূহ, বিশেষ করে বামপন্থী সংগঠন সমূহ, সিভিল সোসাইটি, উন্নয়ন সংগঠন সমূহ, বর্তমান প্রজন্মের উদ্যোক্তা, মালিক, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ,ছাত্র যুবা তথা নারী পুরুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, কর্মী বান্ধব শ্রম ও কর্ম পরিবেশ গড়ায় উদ্বুদ্ধকরণ তথা শ্রম অধিকার বিষয়ে সংগঠিত করার লক্ষ্যেই দিবসটি পালিত হয়।

মে দিবস ২০২৩ এর প্রতিপাদ্য

"শ্রমিক মালিক ঐক্য গড়ি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি"

অতিমারী কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের মাঝেই এবারের মে দিবস। পুরো বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও জীবন জীবিকা শ্লথ এবং শ্রমজীবী মানুষ অধিকতর বিপর্যস্ত। চীন, ভারত, ফিলিপাইন কিংবা ভিয়েতনামের তুলনায় বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা মজুরী কম পায়, চা শ্রমিকদের এখনো আন্দোলন করতে হয়। পরিবহণ সেক্টরসহ অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে কর্মরত শ্রমজীবীদের নেই নিয়োগপত্র, নেই ন্যায্য পাওনা ও সুযোগ সুবিধাদি যদিও সিংহভাগ শ্রমজীবী এসব সেক্টরে কাজ করে। বিবিএসের সাম্প্রতিক তথ্যে জানা যায় বৈষম্য বেড়েছে,দারিদ্য কমেছে।

মহান জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ - কৃষক, শ্রমিক, সব শ্রেণি পেশার মানুষ ছাত্র যুবা তথা নারী পুরুষের সম্মিলিত অর্জন। বৈষম্যহীন, অসমতা, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক বিজ্ঞান মনস্ক, সুখী সাম্যের বাংলাদেশ গড়াই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। বাস্তবতা হলো আমরা এখনো শ্রমবান্ধব কর্ম পরিবেশ পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত করতে পারিনি। বৈষম্য নারী কর্মী পুরুষ কর্মীতে, নারী শ্রমিক-পুরুষ শ্রমিকে মজুরী, সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদার ক্ষেত্রেও। কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশ গ্রহণ ৩৬ শতাংশ তা আরো বেগবান হওয়া জরুরী।

সাম্প্রতিক গবেষণা ও প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য উপাত্তে জানা যায় কর্মস্থলে, শিক্ষাঙ্গানে, গণপরিবহণে ও জন সমাগমে (চঁনষরপ চষধপব) নারী যৌন নির্যাতন ও হেনেস্তার শিকার হয়, মজুরী, সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদার ক্ষেত্রেও বৈষম্যের শিকার হয়। অথচ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অঙ্গীকারই হচ্ছে লিঙ্গ সমতা, সর্বোপরি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন- কাউকে পেছনে রেখে নয়। দেশের সংবিধান ও সবার সমান সুযোগ ও হিস্যার কথাই বলে।

জনশুমারী ও গৃহগণণা ২০২২'র সমন্বয়কৃত গণাণয় জানা যায় দেশে মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার ৯১১ জন। তন্মধ্যে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী (১৫-৫৯ বছর) ৬২ শতাংশ যা ১ কোটি ৫০ লাখ। ২৮ শতাংশ তরুণ এদের সংখ্যা ৪ কোটি ৭৮ লাখ (বিবিএস)। কিন্তু ইউএনএফপিএ'র 'বৈশ্বিক জনসংখ্যা পরিস্থিতি প্রতিবেদন ২০২৩' এ বলা হয় বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৭ কোটি ৩০ লাখ (প্রথম আলো, ২০এপ্রিল ২০২৩)।

জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ অনুযায়ী ১৮-৩৫ বছর বয়সীরা যুবা অবশ্য জাতিসংঘের বর্ণনায় ১৫-২৪ বছর বয়সীরা যুবা। বিবিএস'র সাম্প্রতিক তথ্যে জানা যায় দেশে ২৯ বছরের কমবয়সী জনগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার ৫৬.৭৭ শতাংশ। অর্থাৎ বর্তমানে দেশে প্রায় ৯ কোটি ৪০ লাখ জনসংখ্যার বয়স ২৯বছরের কম। Demographic Dividend জনমিতিক সুফল, অর্থনীতিবিদদের ভাষায় Window of Opportunity ২০৩২/৩৩ সাল পর্যন্ত। সাম্প্রতিক তথ্যে জানা যায় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ বা কর্ম কোন কিছুতেই নেই ২৯.৮০ শতাংশ যুব যাদেরকে NEET বলা হয়। আবার যুবদের মধ্যে মাদকাসক্তের হার উদ্বেগজনক। বাংলাদেশে সব মিলে শ্রমজীবী মানুষ ৬ কোটির বেশি, কর্ম প্রার্থী মানুষের সংখ্যা কমবেশী ৫ কোটি। বেকার ও ছদ্মবেশী বেকারের সংখ্যাও উল্লেখ করার মতো।

শ্রমসম্পর্কিত আইন ও নীতিমালা:

১. সংবিধানের ১৮,২৮,৩৮ ও ৪০ অনুচ্ছেদের আলোকে এবং আইএলও কনভেনশন অনুসরণে শ্রমনীতি ও শ্রমিক কল্যাণে বহুমুখী পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ।

২. জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ তে নারী শ্রমিকের জন্য সমমজুরি ও সমঅধিকারের উপর গুরুত্বারোপসহ নারী শ্রমিকদের জন্য সকল ধরণের মজুরি বৈষম্য নিরসনের কথা বলা হয়েছে।

৩. বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮), তবে শ্রম আদালত বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সুনজর দেওয়া জরুরী।

৪. বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন শীর্ষক প্রকল্প চলমান। উল্লেখ্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ৩৮টি এবং তা দন্ডণীয় অপরাধ।

মে দিবসের ভাবনা / ১ মে মহান মে দিবস... ৯ম পৃষ্ঠার পর

৫. শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) এর ধারা ২৩৪ এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে।

৬. গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতমালা-২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। তা আইনে পরিণত করা সময়ের দাবী।

৭. জাতিসংঘ প্রণীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রার ১৭টির মধ্যে: ১.দারিদ্র নির্মূল ২. ক্ষুধা মুক্তি ৩. সুস্বাস্থ্য ৪.মানসম্পন্ন শিক্ষা ৫. লিঙ্গ সমতা ৬. বিশুদ্ধ পানি ও পয়োঃ নিষ্কাশন ৭.সাশ্রয়ী ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী ৮. উপযুক্ত কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৯. শিল্প উদ্ভাবন ও অবকাঠামো ১০.বৈষম্য হ্রাস ১১.টেকসই শহর ও জনগণ ১৩. জলবায়ু বিয়ষক পদক্ষেপ ১৬. ন্যায় বিচার- এ লক্ষ্যে গুলো পূরণে জোর দেয়া জরুরী শ্রমিক শ্রেণি তথা শোষণ, বঞ্চনা অসমতা ও বৈষম্যের শিকার মানুষগুলোকে রক্ষার জন্য।

মানুষ বাড়ছে শুধু বাংলাদেশে নয় বৈশ্বিকভাবেও। জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিলের (UNFPA) বরাতে জানা যায় ২০২৩ এর মাঝামাঝিতে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৮০৪ কোটি ৫০ লাখে দাড়াঁতে পারে। আর বিশ্বের জনবহুল দেশ চীনকে পেছনে ফেলে ভারতের জনসংখ্যা ১৪২ কোটি ৮৬ লাখেরও বেশি

হবে পক্ষান্তরে একই সময় চীনের জনসংখ্যা হবে ১৪২ কোটি ৫৭ লাখ (এএফপি, দিল্লী / প্রথম আলো, ২০ এপ্রিল ২০২৩)।

জরুরী করণীয় হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (Fourth Industrial Revolution) কে মাথায় রেখে পাঠক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন আনা - একাডেমিয়ার সাথে এন্টারপ্রাইজের নিবিড় সংযোগ ঘটাতে হবে উন্নত দেশগুলোর মতো। দক্ষ জনশক্তি গড়ার লক্ষ্যে সাধারণ শিক্ষার চেয়ে Technical Education and Vocational Training (TEVT), IT এবং নানা ভাষা শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে। যেমনটি বলা হয় 'The destiny of India is now shaped in her class room.' আইএলও'র তথ্য অনুযায়ী এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শিক্ষিত বেকারত্বের হারে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। কর্মমুখী শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে। প্রকাশিত তথ্যে জানা যায় স্নাতকদের ৪৭ শতাংশ বেকার, মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষিতদের মধ্যে ২৯.৮ শতাংশ বেকার আর তারও নিচের স্তরে ১৩.৪ শতাংশ বেকার। বন্ধু প্রতীম দেশ ভারতের শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান চিত্র মিলে ব্লুমবার্গ প্রতিবেদনে, "মার্কিন সংবাদ মাধ্যম ব্লুমবার্গ জানিয়েছে, একটি চাকরি পাওয়ার আশায় হাজার হাজার ভারতীয় তরুণ দুটি বা তিনটি পর্যন্ত ডিগ্রি নিচ্ছেন। এতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে তাদের। দেশটির ছোট ছোট অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের ভেতরে গড়ে উঠেছে বহু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের রাস্তাগুলোর পাশে হামেশাই দেখা যায় চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সারি সারি বিলবোর্ড। তারপরও চাকরি পাচ্ছে না দুই-তিনটি ডিগ্রি নেওয়া তরুণ প্রজন্ম। রহস্য কোথায়? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ এক অদ্ভুত প্যারাডক্স বৈপরীত্ব। যারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে স্নাতকসহ দুই-তিনটি ডিগ্রি নিচ্ছেন, তাদের কর্মক্ষেত্রের জ্ঞান খুবই কম। ব্লুমবার্গ অন্তত দুই ডজন শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার নিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।

প্রতিভা মূল্যায়ন সংস্থা হুইবক্স (Wheebox) বলেছে, বিশ্বেও অন্যতম বৃহৎ জনসংখ্যার দেশটির সরকার দেশে বেশি তরুণ-তরুণী থাকার সুধির কথা প্রায়ই বলে। কিন্তু দেশটির মোট স্নাতকদের অর্ধেকই বেকার সমস্যায় ভুগছে। ভারতের নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো জানিয়েছে, মিশ্র শিক্ষাব্যবস্থার কারণে দক্ষ গ্র্যাজুয়েট পাওয়া যাচ্ছে না। এ কারণে ভারতে বেকারত্ব এখন ৭ শতাংশের বেশি। ...দেশটির সরকারি সংস্থা ইন্ডিয়া ব্র্যান্ড ইক্যুইটি ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, ভারতে শিক্ষাখাতের অর্থনীতির আকার ২০২৫ সালের মধ্যে ২২ হাজার ৫০০ কোটি ডলারে গিয়ে ঠেকবে। বর্তমানে এটি রয়েছে ১১ হাজার ৭০০ কোটি ডলার।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডিন এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সাবেক সদস্য অনিল সদগোপাল বলেছেন, ' একদিকে শিক্ষার ব্যয় বাড়ছে, অন্যদিকে শিক্ষিত বেকারও বাড়ছে। প্রতিদিন হাজার হাজার তরুণ বেকার হচ্ছেন। এর ফলে সমাজে অস্থিরতা বাড়ছে।'

মানবসম্পদ সংস্থা এসএইচএল বলেছে, সফটওয়্যার সম্পর্কিত চাকরিতে নিয়োগের জন্য মাত্র ৩ দশমিক ৮ শতাংশ প্রার্থীর মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা পাওয়া যায়। ইনফোসিস লিমিটেডের সাবেক প্রধান অর্থ কর্মকর্তা মোহন দাস পাই বলেন, ' আমরা যেসব স্নাতক নিয়োগ দিই, তাদের প্রত্যেককে পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ দিতে হয়। ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের নিয়োগ দেওয়া কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে বাধ্য হয়। কারণ তারা কেউই চাকরির জন্য প্রস্তুত নন। তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করা হয়।" (সূত্র : ব্লুমবার্গ, পূর্বকোণ, ২০ এপ্রিল ২০২৩)।

মানুষ বাড়ছে, ভূমি কমছে দিনদিন। প্রযুক্তির কারণেও কর্মসংস্থান কমবে। আবার প্রযুক্তিকে আয়ত্বে আনতে পারলে স্বকর্ম সংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ক্ষেত্রে রয়েছে অমিত সম্ভবনা আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে যেমনটি করছে পাশের দেশ ভারত। রপ্তানীমুখী শিল্পের পরিসর বাড়ানো, দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমে প্রবাসী আয় বাড়ানো, কৃষি এবং Blue Economy হতে পারে শোভন কর্মসংস্থানের উর্বর ক্ষেত্র।

মার্কস বলেছেন সমাজ সমূহের ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণি দ্বন্দ্বের, শ্রেণি সংগ্রামের। দার্শনিকরা শুধু সমাজের ব্যাখ্যাই করেছেন অথচ মূল বিষয়টা হচ্ছে পরিবর্তন আনা। বুর্জোয়া রাষ্ট্র বিজ্ঞানী অর্থনীতিবিদদের উদ্ভাবিত social safety net (সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি), welfare state policy (কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ধারনা) ইত্যাকার কর্মসূচির মাধ্যমে-ঝালাই (Tinkering), জোড়াতালি দিয়ে সমাজ কিংবা শ্রমিক শ্রেণি দিনাতিপাত করছে বটে কিন্তু মে দিবসের মূল যে অঙ্গীকার সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে শোষণ বঞ্চনা ও বৈষম্য মুক্ত সমাজ গড়া তা আজতক অধরাই রয়ে গেল।

মে দিবস অমর হোক।।

লেখক: সমাজবিজ্ঞানী ও সিনেট সদস্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং চেয়ারম্যান ঘাসফুল।

অর্ধবার্ষিকী পরীক্ষা সম্পন্ন

পবিত্র ঈদ-উল-আযহা'র ছুটি শেষে জুন মাস থেকে আবারো বিদ্যালয়ে শ্রেণি-শিক্ষামুখী হলো ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষার্থীরা। গত ১০-২৮ জুন পরাণ রহমান স্কুলের ০৯টি ক্লাসের মোট ১৫৯জন শিক্ষার্থী অর্ধবার্ষিকী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এছাড়া স্কুলের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র সংবাদ

গত তিনমাসে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ছিল ৯২%। শিশু বিকাশ কেন্দ্রের রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত গান, নাচ, ছবি আকাঁ, সচেতনতামূলক ক্লাস, অভিভাবক সভার আয়োজন এবং সরকারি স্কুলে ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের ফলোআপ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল ড্রেস ও ব্যাগ বিতরণ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন স্কুল আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রোগ্রাম এর শিক্ষার্থীদের মাঝে গত ১৪ জুন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর) এর শ্যামলী মোহাম্মদপুর এলাকায় মোট ২০টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১২০০ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুলব্যাগ ও স্কুল ড্রেস বিতরণ করা হয়। নতুন স্কুলব্যাগ ও স্কুলড্রেস পেয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত আনন্দিত ও অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। এসময় স্কুলে আসা উপস্থিত অভিভাবকেরা তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, একটি অত্যন্ত ভালো উদ্যোগ, আমরা কৃতজ্ঞ। তারা আরো বলেন, এধরণের উদ্যোগের ফলে শিশুরা আরো বেশি পড়াশুনায় মনোযোগী হবে, পাশাপাশি বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত থাকবে। ঘাসফুল স্কুল আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রোগ্রামের সুপারভাইজার ছালেহা বেগম, আফসানা আকতার ও সংশ্লিষ্ট সেন্টারের শিক্ষিকা আজমিম আজাদ মীম, সুবর্ণা খাতুন, নুসরাত জাহান লিজা, জান্নাতুল ফেরদৌস, ফাতেমা আক্তার, শিল্পী আক্তার, সেলিনা আক্তার, আইরিন আক্তার, রুবিয়া আক্তার, সোমা আক্তার স্ব-স্ব সেন্টারে স্কুল ড্রেস ও ব্যাগ বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেন।

অভিভাবক সভা সম্পন্ন

“নিরক্ষর মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন” নিয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির বিশটি শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের নিয়ে প্রত্যেকটি সেন্টারে আলাদাভাবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গত এপ্রিল মাসে বিশটি অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অভিভাবকেরা ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ঘাসফুল ছিল বলেই আমাদের সন্তানেরা বিনা পয়সায় পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে। তারা আরো বলেন, ইনশাল্লাহ আপনাদের সহযোগিতায়ই আমাদের সন্তানেরা একদিন আলোকিত ও মানবিক মানুষ হয়ে উঠবে। এ সময় প্রতিটি সেন্টরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপাভাইজার ও শিক্ষিকাগণ মনোযোগ দিয়ে অভিভাবকদের কথা শুনেন এবং তাদের সন্তানদের পড়ালেখার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।

শিক্ষকদের রিফ্রেশার্স ট্রেনিং অনুষ্ঠিত

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির ২০টি শিখন কেন্দ্রের শিক্ষকদের নিয়ে গত তিনমাসে সংস্থার ঢাকা অফিসে তিনটি রিফ্রেশার্স ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়। রিফ্রেশার্স ট্রেনিং-এ শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতির মান উন্নয়ন, শিক্ষাদানের নতুন নতুন কৌশল, শিক্ষার্থীদের মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সকল মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ট্রেনিংগুলো পরিচালনা করেন ব্র্যাকের ইউপিএম শর্মিলা রায়, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর সিরাজুল ইসলাম, সুপারভাইজার ছালেহা বেগম, আফসানা আকতার। প্রশিক্ষণে ২০টি শিখন সেন্টরের শিক্ষিকা আজমিম আজাদ মীম, সুবর্ণা খাতুন, নুসরাত জাহান লিজা, জান্নাতুল ফেরদৌস, ফাতেমা আক্তার, শিল্পী আক্তার, সেলিনা আক্তার, আইরিণ আক্তার, রুবিয়া আক্তার, সোমা আক্তার অংশগ্রহণকারী হিসেব উপস্থিত ছিলেন।

সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) সভা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের আওতায় গত তিন মাসে ২০টি শিখন কেন্দ্রে ০১টি করে মোট ২০টি সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটির (সিএমসি) ২০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার, অভিভাবক, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে। সভায় বক্তরা বলেন, ঘাসফুলের এমন মহতি সামাজিক উদ্যোগের কারণে আমাদের ঝরেপড়া শিক্ষার্থীগুলো নতুন নতুন স্বপ্ন বুনতে শিখবে এবং তাদের স্বপ্নগুলো পূরণে সামনে এগিয়ে যাবে।

৩য় শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা সম্পন্ন

১১-১৩ জুন ঘাসফুল আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ১ম ও ২য় শিফট এর সমাপনী পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। পরীক্ষায় ২০টি শিখন কেন্দ্রের প্রায় ১২০০শত শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে। উল্লেখ্য প্রতি ছয় মাসে একটি বর্ষ শেষ হয়।

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম ও নওগাঁ জেলার তিনটি ইউনিয়নে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায়

তিনটি ভিন্ন স্থানে দিনব্যাপী তিনটি স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প সম্পন্ন;

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় ১৭মে চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলাস্থ গুমানমর্দন ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণ ও ২৩মে মেখল ইউনিয়নের পেশকার বাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ এবং নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার সদর ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের পানিশাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মেডিসিন, হৃদরোগ, মা ও শিশুরোগ, ডায়াবেটিকস, দন্ত এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা তিনটি ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দিনব্যাপী তিনটি স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এতে গুমানমর্দন ইউনিয়নে ১৫৬জন, মেখল ইউনিয়নে ২৮০জন এবং নিয়ামতপুর সদর ইউনিয়নে ২০৬জনসহ মোট ৬৪২জন রোগী বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে। এছাড়া মেখল ও গুমানমর্দন ইউনিয়নে গত তিনমাসে ৯৭টি স্ট্যাটিক ও ৩৬টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ১৯৮৫জন রোগীকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা প্রদান, ৫৭৫জন রোগীর ডায়াবেটিকস পরীক্ষা করা হয় ও ২৬৪টি স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত এবং ৩জন রোগীর ছানি অপারেশন করা হয়। এসব আয়োজনে আয়রন ক্যাপসুল, ফলিক-এসিড ও জিংক ৫৭৬০টি, পুষ্টিকণা ৯২৮টি, ক্যালসিয়াম (মিরাকেল) ৬৪৬০টি ও ২১০০টি কৃমিনাশক ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়। চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলার মেখল, গুমান মর্দন এবং নওগাঁ'র নিয়ামতপুরসহ তিনটি ইউনিয়নে সম্পন্নকৃত স্বাস্থ্য ও চক্ষু ক্যাম্পে নিয়ামতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ফারুক সুফিয়ান, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, নিয়ামতপুর উপজেলা চেয়ারম্যান ফরিদ উদ্দিন আহম্মেদ, সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মেখল ইউনিয়নে মোহাম্মদ আরিফ, গুমান মর্দন ইউনিয়নে মোঃ রিদোয়ান, নিয়ামতপুর ইউনিয়নে মোহাম্মদ কোহিনুর ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

হাটহাজারীতে মেখল ও গুমানমর্দন ইউনিয়নে মা দিবস উদযাপন:

কোন মাকে যেন বৃদ্ধাশ্রমে কেন্দ্রে যেতে না হয়

১লা মে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের উদ্যোগে মেখল ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে ও ১৭মে ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি উদ্যোগে গুমানমর্দন ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে 'মা দিবস' উপলক্ষে র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ সালাউদ্দীন চৌধুরী ও গুমানমর্দন ইউপি চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান। আলোচনা সভায় বক্তারা বিশ্বের সকল মাকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বলেন,"কোন মাকে যেন বৃদ্ধাশ্রমে কেন্দ্রে যেতে না হয়"। তারা মায়ের প্রতি অবহেলা না করে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করার আহবান জানান এবং সকলের নিরাপদ সুস্থ জীবন কামনা করেন। র‍্যালী ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উভয় ইউনিয়নের প্রবীণ কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকগণ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আগত মা ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাবৃন্দ।

হাটহাজারীতে মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে

বার্ষিক ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরষ্কার বিতরণ

১৭ মে মেখল ইউনিয়নের ইছাপুর বাজারে অবস্থিত মরিয়ম আর্কেড কমিউনিটি সেন্টার ও ২৫ মে গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে সমৃদ্ধি কর্মসূচির বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। এতে উভয় ইউনিয়নের ৮৪ জন শিশুশিক্ষার্থী, ৬০ জন যুব নারী-পুরুষ ও ২৭০ জন প্রবীণসহ মোট ৪১৪জন বিজয়ীর মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: শাহিদুল আলম ও মেখল ইউনিয়নে ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ সালাউদ্দিন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান মো: মুজিবুর রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান এম, এ মালেক, হাটহাজারী প্রেস ক্লাব সভাপতি কেশব কুমার বড়ুয়া ও প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি আবুল কালাম মাস্টার। উভয় ইউনিয়নের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউপি সদস্য, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাবৃন্দ। সঞ্চালনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ ও মোহাম্মদ রিদওয়ান।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২৩

"সবাই মিলে করি পণ বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ"

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় মেখল ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয় ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রে গত ০৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল "সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হকে প্লাষ্টিক দূষণ" ("Solutions to Plastic Pollution")। মেখল ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু দিপু কুমার চক্রবর্তী। গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি এস.এম. সরওয়ার্দী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র শিক্ষক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, মিসেস আলপনা দে ও শামসুল আলম প্রমুখ। উভয় ইউনিয়নের র‍্যালী ও আলোচনা সভায় স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, যুব নারী-পুরুষ প্রতিনিধি, এলাকার সাধারণ নারী-পুরুষ ও ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তা-কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও চট্টগ্রাম জেলা পরিবেশ অধিদপ্তর আয়োজিত পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালী ও আলোচনা অনুষ্ঠানে ঘাসফুল এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনুর রশীদ।

ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে

শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় শিক্ষাকার্যক্রমে নিয়োজিত শিক্ষকদের 'বিষয় ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ' মেখল ইউনিয়নে গত ০৫-০৬ জুন মেখল আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয়, গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ০৭-০৮ জুন প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রে ও নিয়ামতপুর ইউনিয়নে গত ০৫-০৬ জুন সমৃদ্ধি কার্যালয়ে ছয় দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকগণ বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে শিশু, ১ম, ২য় শ্রেণি শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য তত্ত্বীয়, ব্যবহারিক ও প্রয়োজনীয় কৌশল সমূহের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে মাষ্টার ট্রেইনার হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলার প্রাথমিক সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা তাসমীন আখতার কাকলী, নিয়ামতপুর উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো: শহিদুল আলম, মুন্দিখৈর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: ওবাইদুর রহমান, বাসুদেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মৃণাল চন্দ্র প্রামাণিক এবং দারাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো: সাখাওয়াত হোসেন। প্রশিক্ষণে তিন ইউনিয়নের শিক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত ৯৫ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে

স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমকে আরো গতিশীল এবং অধিকতর করার লক্ষ্যে গত ১২-১৩জুন মেখল সমৃদ্ধি কার্যালয়, গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র ও নিয়ামতপুর ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কার্যালয়ে ২দিন করে মোট ছয়দিনব্যাপী 'স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ' প্রদান করা হয়। এতে স্বাস্থ্য কার্যক্রমে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও কর্মকর্তাসহ তিন ইউনিয়নের মোট ৩৭জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স'র সহকারী সার্জন ডাঃ সালাহউদ্দিন, মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোঃ ইহাবুল আলম, বঙ্গবন্ধু শেখ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ মোঃ নাসিরউল্লাহ চৌধুরী, নিয়ামতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ মাহাবুব-উল-আলম, নিয়ামতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স'র মেডিকেল অফিসার ডাঃ জয়ন্ত প্রামাণিক।

চট্টগ্রাম হাটহাজারীতে মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে
শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও সন্তানদের সম্মাননা, হুইল চেয়ার প্রদান

চট্টগ্রাম হাটহাজারীতে মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি'র বিশেষ সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় সুবিধাবঞ্চিত চলাফেরায় অক্ষম ৮জন প্রবীণ নারী-পুরুষকে ৮টি হুইল চেয়ার, ১০ জন প্রবীণকে শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা ও ১০ জনকে শ্রেষ্ঠ সন্তানকে সম্মাননা হিসেবে সনদ ও ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। গত ১৭ মে মেখল ইউনিয়নের ইছাপুর বাজারে অবস্থিত মরিয়ম আর্কেড কমিউনিটি সেন্টার ও ২৫ মে গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: শাহিদুল আলম ও মেখল ইউনিয়নে ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ সালাউদ্দিন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান মো: মুজিবুর রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান এম, এ মালেক, হাটহাজারী প্রেস ক্লাব সভাপতি কেশব কুমার বড়ুয়া ও প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি আবুল কালাম মাস্টার। উভয় ইউনিয়নের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউপি সদস্য, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানগুলো সঞ্চালনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ ও মোহাম্মদ রিদওয়ান।

চট্টগ্রাম হাটহাজারীতে মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে
বয়স্কভাতা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গত তিন মাসে মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ১৩৪জন প্রবীণকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা হারে মোট ২০১,০০০/-(দুইলক্ষ এক হাজার) টাকা বয়স্কভাতা ও ৩জন মৃত ব্যক্তির সৎকার বাবদ দুই হাজার টাকা হারে মোট ৬০০০/- (ছয় হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। কর্মসূচির আওতায় অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ১৪৪জন প্রবীণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

নওগাঁতে আম ও আমজাত পণ্যের মেলা-২০২৩ অনুষ্ঠিত;

নওগাঁ জেলা প্রশাসন ও ঘাসফুল এসইপি প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে নওগাঁর নওজোয়ান মাঠে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যবান্ধব আম, আমজাত পণ্য, আমের চারা ও আধুনিক কৃষি উপকরণ সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পাঁচদিন ব্যাপী (১৯-২৩ জুন) আম ও আমজাত পণ্যের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। নওগাঁ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁর জেলা প্রশাসক খালিদ মেহেদী হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) সহকারী মহাব্যবস্থাপক এ. কে. এম. জাহিরুল হক ও ঘাসফুলের উপপরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক ও প্রকল্প ফোকাল পারসন কে. এম. জি রব্বানী বসুনিয়া, সহকারী পরিচালক মো: সাইদুর রহমান খান। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন প্রকল্প ব্যাবস্থাপক কুদরতে খোদা মো: নাছের ।

মেলায় ঘাসফুলের এসইপি প্রকল্পের উপকারভোগীদের ২৬টি, নওগাঁ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ৫টিসহ মোট ৩১টি স্টলে অম্রপালি, ল্যাংড়া, বারি-৪, কাটিমন, ফজলি, হাঁড়িভাঙা, শ্রাবণী, বউ ভোলানো, বারি-১৩, গৌড়মতি, আশ্বিনা, তরফদারভোগ, মল্লিকা, সুরমা, ফজলি, নাক ফজলি, হিমসাগর, কুমরাজালি, এসইপি-২, ইন্ডিয়ান চোষা, বিদেশি জাতের আমের মধ্যে মিয়াজাকি, কিনসিংটন, চেয়াংমাই, কিউজাই, তাইওয়ান গ্রিন, রেড পালমার, ব্রুনাই কিং, কিং অব চাকাপাত, ব্লাক স্টোন, ব্যানানাসহ প্রায় ৫০ প্রজাতির আম, বিভিন্ন ধরনের জলবায়ু সহিষ্ণু উচ্চ-ফলনশীল আমের চারা এবং আমজাত পণ্যপ্রদর্শন করা হয়। পাঁচ দিনে প্রায় লক্ষাধিক দর্শনার্থী মেলা পরিদর্শন করে।

উল্লেখ্য পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নওগাঁ জেলার জলার নিয়ামত-পুর ও সাপাহার উপজেলায় ঘাসফুল প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

কৃষি প্রযুক্তি মেলায় অংশগ্রহণ

আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলায় ২৯- ৩১ মে নিয়ামতপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও সাপাহার উপজেলায় ৩০ মে - ০১ জুন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে উপজেলা কৃষি অফিস প্রাঙ্গণে **"কৃষি প্রযুক্তি মেলা-২০২৩"** অনুষ্ঠিত হয়। **"স্টলের মাধ্যমে মেলায়"** ঘাসফুল অংশগ্রহণ করে এবং আগত অতিথিদের মাঝে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরে। স্টল পরিদর্শন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি। পরিদর্শনকালে তিনি আম প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে আরো গুরুত্ব দেয়ার পরামর্শ প্রদান করেন।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইমতিয়াজ মোরশেদ, নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ফরিদ আহম্মেদ, সাপাহার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ শাহজাহান হোসেন, সাপাহার উপজেলার ইউএনও মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাপলা খাতুন প্রমুখ।

লিড উদ্যোক্তাদের মাঝে পরিবেশবান্ধব কৃষিপণ্য বিতরণ

প্রকল্পের উদ্যোগে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যবান্ধব পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত তিনমাসে সাপাহার ও নিয়ামতপুর উপজেলার ৩৪ জন লিড ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ফ্রুটস ব্যাগ, ১৬৫০পিস সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ও ১০০০পিস ইয়োলো ফাঁদ বিতরণ করা হয়। পরিবেশবান্ধব কৃষিপণ্য বিতরণকালে প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের আমচাষে ফ্রুটস ব্যাগ, ফেরোমন ফাঁদ, ইয়োলো ফাঁদ, জৈব সার ও জৈব বালাইনাশকের উপকারিতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন এবং বিদেশে আম রপ্তানির ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব কৃষিপণ্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় আমচাষী ও প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরিবেশ ক্লাবের সভা অনুষ্ঠিত;

গত তিনমাসে নওগাঁর সাপাহার শাখায় 'বাগান বিলাশ পরিবেশ ক্লাব'র ৩টি, জবাইবিল পরিবেশ ক্লাবের ৩টি, নির্মোইল পরিবেশ ক্লাবের ৩টি, হরিপুর সূর্যমুখী পরিবেশ ক্লাবের ৩টি, এবং নিয়ামতপুর শাখায় 'খামার বাড়ি পরিবেশ ক্লাব'র ৩টি, 'শাপলা পরিবেশ ক্লাব'র ৩টি করে মোট ১৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোতে আমবাগান পরিচর্যার ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে জৈবসার ও জৈব কীটনাশকের ব্যবহার, ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পিপিই (মাস্ক, গ্লাবস, এপ্রোন, গামবুট) ইত্যাদি ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হয়। পাশাপাশি আমচাষের গুরুত্ব, বাংলাদেশের আমকে বিশ্ববাজারে ব্র্যান্ডিং করা, আম ব্যবসাকে বহুমুখীকরণ, সংরক্ষণ ব্যবস্থা, আম উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেসব বিষয়ে চাষীদের সাথে মত বিনিময় ও আলোচনা করা হয়। সভাগুলোতে সভাপতিত্ব করেন মোঃ বকুল হোসেন, মোঃ সোহেল রানা, মোঃ আব্দুল মান্নান, শাহজাহান আলী, মোঃ মাসুদ রানা ও শরিফুল ইসলাম তরফদারএবং পরিচালনা করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের। এসময় উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের নিয়মিত সদস্য এবং প্রকল্প কর্মকর্তাগণ।

পরিবেশ দিবস উদযাপন

৫ জুন ঘাসফুল এসইপি প্রকল্পের উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'প্লাস্টিক দূষণ সমাধানে সামিল হই সকলে, সকলে মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ'। সাপাহার উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুর রশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাপাহার উপজেলা স্যানিটারি ইনস্পেক্টর শওকত আলী। সভায় বিশ্ব পরিবেশ দিবসের গুরুত্ব ও পরিবেশ রক্ষার্থে আমাদের করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। র‍্যালী ও আলোচনা সভায় স্থানীয় আমচাষীগণ ও প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।

নওগাঁ জেলায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন এসইপি প্রকল্পের সহায়তা প্রাপ্ত আমচাষীদের আমবাগান পরিদর্শনে

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

গত ২৬ জুন পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় নওগাঁ জেলায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন এসইপি প্রকল্পের সহায়তাপ্রাপ্ত আমচাষীদের আমবাগান পরিদর্শন করেন বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ বাদল চন্দ্র বিশ্বাস। পরিদর্শনদলে আরো ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক শামসুল ওয়াদুদসহ অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ। পরিদর্শনকালে তারা আমচাষীদের আম বাগানের উন্নয়ন এবং পরিচর্যার ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে জৈবসার ও জৈব কীটনাশক ব্যবহারের পরামর্শ দেন। আমচাষে ফ্রুটস ব্যাগ, ফেরোমন ফাঁদ, ইয়োলো ফাঁদ, জৈব সার ও জৈব বালাইনাশকের উপকারিতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। পাশাপাশি আমচাষের গুরুত্ব, বাংলাদেশের আমকে বিশ্ববাজারে ব্র্যান্ডিং করা, আম ব্যবসাকে বহুমুখীকরণ, সংরক্ষণ ব্যবস্থা, আম উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় আমচাষীগণ ও প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশগত সনদ ও রপ্তানিকারদের এনগেজমেন্ট বিষয়ক কর্মশালা সম্পন্ন

গত ১৫মে প্রকল্পের উদ্যোগে ঘাসফুল সাপাহার শাখায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশগত সনদ ও রপ্তানিকারকদের এনগেজমেন্ট বিষয়ক কর্মশালা সম্পন্ন হয়। সাপাহার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মামুন'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আবুল কালাম আজাদ। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা সেন্ট্রাল প্যাকিং হাউজের উপ-পরিচালক এস এম খালিদ সাইফুল্লাহ, সাপাহার উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুর রশিদ, সাপাহার উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, বিএফভিএপিইএ এর তালিকাভুক্ত এক্সপোর্টার নাজমুল হায়দার ভূঁইয়া, নাজির হোসেন, আবুল হোসাইন। কর্মশালায় আম রপ্তানির উদ্দেশ্যে উপস্থিত আমচাষী ও রপ্তানিকারদের মধ্যে মোট ১১ টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া ছোট ও মাঝারি আকারের আমজাত পণ্য তৈরির ইন্ড্রাস্ট্রি/কারখানা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে সকল সরকারী নীতিমালার প্রয়োজন পড়ে সেসব বিষয়েও আলোচনা করা হয়। আরো উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের ফোকাল পারসন ও সহকারী পরিচালক কে জি এম রব্বানী বসুনিয়াসহ সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্থানীয় আমচাষীগণ।

ওয়াশ প্রকল্প সংবাদ

গত তিনমাসের কার্যক্রম

বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার স্যানিটেশন অ্যান্ড হাইজিন ফর হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট (ওয়াশ) প্রজেক্ট'র আওতায় গত তিনমাসে পানির উৎসগুলোর আপগ্রেডেশনের জন্য হাউসহোল্ড ওয়াটার লোন বিতরণ করা হয়েছে ২,৮৫৫,০০০/- (আটাশ লক্ষ পঞ্চান্ন) টাকা এবং ১১৭টি পানির উৎসের আপগ্রেডেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। হাউসহোল্ড স্যানিটেশন লোন বিতরণ করা হয়েছে ৮,২৮৯,০০০/- (বিরাশি লক্ষ) টাকাও ১৯৫টি টুইন পিট টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৩টি আপগ্রেড করা হয়েছে। এছাড়া ১৩জন স্থানীয় উদ্যোক্তা অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে স্যানিটাইজেশন ঋণের বিষয়ক ৩দিনব্যাপী ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ট্রেনিং সেশন পরিচালনা করা হয়। প্রকল্পের অধীনে ২৯২ জন অংশগ্রহণকারীদের সমন্বয়ে ক্রেডিটগ্রুপগুলোর সাথে ১৪টি সাপ্তাহিক ডিম্যান্ড ক্রিয়েশন সেশন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য পিকেএসএফ, বিশ্বব্যাংক এবং এআইআইবির সহযোগিতায় ঘাসফুল চট্টগ্রাম ২টি উপজেলা, ফেনী ২টি উপজেলা এবং কুমিল্লার ১টি উপজেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

‘আমের বাজারের স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে ঘাসফুল এসইপি প্রকল্পের উদ্যোগে নির্মিত পাবলিক টয়লেট’

কুদরতে খোদা মোঃ নাছের
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, এসইপি।

সম্প্রতি নওগাঁ জেলা আমের নতুন রাজধানী ও আম উৎপাদনের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করছে। গত পাঁচ বছরে এই জেলায় আমচাষ বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। এই বরেন্দ্র ভূমিতে ধান উৎপাদনের চেয়ে আম উৎপাদন খুবই লাভজনক। যার ফলে নওগাঁ অঞ্চলে ঘটছে আম উৎপাদনের নিরব বিপ্লব। এই জেলার সবচেয়ে বড় আমের বাজার হচ্ছে সাপাহার উপজেলায় সাপাহার বাজার ও তিলনা ইউনিয়নের হরিপুর বাজার, নিয়ামতপুর উপজেলায় রসুলপুর ইউনিয়নের গাংগোর ও আড্ডা বাজার এবং পোরশা উপজেলার সরাইগাছি বাজার। আম সংগ্রহের সময় এই বাজার গুলোতে আমের সাথে জড়িত নানা পেশা যেমন-আম-চাষী, আড়তদার, পরিবহণ শ্রমিক, কুরিয়ার সার্ভিস, অনলাইন বিক্রেতা ইত্যাদি মানুষ জনের সমাগম ঘটে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ব্যবসায়ীরা আম সংগ্রহের এই মৌসুমে বাজারের আশেপাশের আড়ত, ঝুপড়ি ও বাসাভাড়া নিয়ে অবস্থান করে। বাজার ভর্তি থাকে মানুষ জনে এবং দৈনিক প্রায় গড়ে ৪০-৫০ হাজার লোকের আগমন ঘটে এ বাজার গুলোতে। কিন্তু বাজার গুলোতে দেখা যায়, সঠিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অনেক ঘাটতি। ফলে, বাজার নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে ও হুমকির মুখে পড়ে বাজারের পরিবেশ ব্যবস্থা। সবচেয়ে ক্ষতি গ্রস্থ হচ্ছে বাজারের স্যানিটেশন ব্যবস্থা। সঠিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার অভাবে বিপদের সম্মুখীন হয় বাজারে আগত ব্যবসায়ীরা।

সাপাহার উপজেলার আম চাষী রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘গত মৌসুমে আম নিয়ে বাজারের আসার পর আমার টয়লেট ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে। বাজারের যেসব টয়লেট আছে, সেগুলো ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গেলে দেখি, সেখানে পূর্ব হতেই অনেক মানুষ সিরিয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় ৩০ মিনিট অপেক্ষার পর টয়লেট ব্যবহারের সুযোগ পাই। কিন্তু, টয়লেটের পরিবেশ ছিল খুবই নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত।

বাজারের যেসব পাবলিক টয়লেট রয়েছে, সেগুলোও চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত, সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে বর্তমান অবস্থা ভঙ্গুর। ফলে, বাজারের অবস্থানকালে ব্যবসায়ীদের অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ টয়লেট ব্যবহার-করতে হয়। অনেক সময় বাধ্য হয়ে উন্মুক্ত স্থানে যেমন- ছোটঝুপড়ী, ফুটপাত, রাস্তাঘাট, গাছের আড়াল ইত্যাদি স্থানে মলত্যাগ করতে হয়। ফলে, বাজার গুলোর পরিবেশ দূষিত হচ্ছে; যার প্রভাব পড়ছে জন সাধারণের উপর। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অনেক জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমণের ছড়াচ্ছে টাইফয়েড, কলেরা, ডিসেন্ট্রি, টিউবার কলেসিস মত রোগ। আমেরিকান সোসাইটি ফর মাইক্রো বায়োলজি বলছে যে, ‘পাবলিক টয়লেটের সিটে এবং সাবানে ৭৭ হাজার রকমের ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস থাকে। তাই, পাবলিক টয়লেট ব্যবহারে হতে হয় সতর্ক, মেনে চলতে হয় কিছু নিয়ম কানুন। এসব সমস্যা নিরসনে নিরাপদ ও ঝুঁকিহীন টয়লেট স্থাপন অত্যাবশ্যক।

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত একটি প্রকল্প। ঘাসফুল এই প্রকল্পের উপ-প্রকল্প 'ইকো ফ্রেন্ডলি ম্যাংগো প্রডাক্টশন এন্ড ট্রেড ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অব দি এন্টারপ্রাইজেস' নওগাঁ জেলার সাপাহার, নিয়ামতপুর ও পত্নীতলা উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের বিভিন্ন ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে ঘাসফুল। তারই প্রেক্ষিতে, প্রকল্পের সাব কম্পোনেন্ট নন-রেভিনিউ জেনারেটিং ফিজিক্যাল এক্টিভিটিসের আওতায় প্রকল্পের নিজস্ব অর্থায়নে আমের বাজারের স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে সাপাহার উপজেলায় সাপাহার বাজার সংলগ্ন নতুন বাসস্ট্যান্ড মোড়ে একটি ও তিলনা ইউনিয়নের হরিপুর বাজারে একটি ও নিয়ামতপুর উপজেলায় রসুলপুর ইউনিয়নের গাংগোর বাজারের একটি মোট তিনটি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়।

বেসলাইন সার্ভের তথ্য ও স্থানীয়জন মানুষের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে ঘাসফুল এসইপি প্রকল্পের উদ্যোগে সাপাহার ও নিয়ামতপুর উপজেলায় আমের বাজার ও বাজারের স্যানিটেশন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। পাবলিক টয়লেট নির্মাণ প্রসঙ্গে স্থানীয়জন প্রতিনিধি, উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে বিভিন্ন ধাপে আমের বাজারের পাবলিক টয়লেট নির্মাণের প্রয়োজনীতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সাপাহার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবদুল্লাহ আল মামুন ঘাসফুলের এই জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডকে সাধুবাদ জানান ও সর্বাত্বক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। পরবর্তী দুই উপজেলার আমচাষী, বাজার কমিটি, মসজিদ কমিটি ও স্থানীয় জনগণদের নিয়ে আমের বাজারের পাবলিক টয়লেট নির্মাণ প্রসঙ্গে কমিউনিটি কনসালটেশন করা হয়। কমিউনিটি কনসালটেশনগুলোতেমূলত পাবলিক টয়লেটের প্রয়োজনীয়তা, ব্যবহারবিধি ও উপকারিতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পাবলিক টয়লেটের স্থান নির্বাচন, রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি গঠন প্রসঙ্গে স্থানীয় কমিউনিটির মতামত নেয়া হয়।

পাবলিক টয়লেটের স্থান নির্বাচন নির্ধারিত হলে, স্থানীয়জন প্রতিনিধি, প্রশাসন ও ঘাসফুল অথিরিটির সম্মতি সাপেক্ষে ২০২২ সালের ২৫ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে পাবলিক টয়লেটের নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়। তিনটি পাবলিক টয়লেটের নির্মাণে মোট ব্যয় হয় ছয়লাখ টাকা। ২০২২ সালের ২০ ডিসেম্বর সাপাহার উপজেলা নির্বাহী অফিসার আবদুল্লাহ আল মামুন ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুর রশিদের উপস্থিতিতে সাপাহার উপজেলার নতুন বাস স্ট্যান্ডে নির্মিত সাব-মার্সেবল পাম্পসহ পাবলিক টয়লেটের শুভ উদ্বোধন করা হয় এবং ঘাসফুল উদ্যোক্তা আব্দুর রশিদের নিকট পাবলিক টয়লেট রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়। পরবর্তী হরিপুরে নির্মিত পাবলিক টয়লেট হরিপুর বাজার জামে মসজিদ কমিটি ও নিয়ামতপুর উপজেলার গাংগোর বাজারে নির্মিত টয়লেটি বণিক সমিতিকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়। সার্বক্ষনিক মনিটরিংয়ের দায়িত্বে রাখা হয় ঘাসফুল শাখা অফিস, সাপাহার ও নিয়ামতপুরকে। বর্তমানে তিনটি পাবলিক টয়লেট ফাংশনাল অবস্থায় আছে। স্থানীয় বাজারে আগত ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ সন্তুষ্টির সাথে ব্যবহার করছে। এই টয়লেটগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঘাসফুল উদ্যোক্তা, বণিক সমিতি ও মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে তিনজন কেয়ারটেকার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পাবলিক টয়লেট ব্যবহারকারীদের নিকট হতে নাম মাত্র অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বহন করা হচ্ছে। আমের বাজারের স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে পাবলিক টয়লেটের প্রভাব: আমের বাজারের স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটছে; আমের বাজারে আগত ব্যবসায়ীরা নিরাপদ ও ঝুঁকিহীন পাবলিক টয়লেট ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে অবগত হচ্ছে; তিনজন লোকের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে; বর্তমানে দৈনিক প্রায় ১০০-১২০ জন মানুষ পাবলিক টয়লেট ব্যবহার করছে। আম সংগ্রহের মৌসুমে প্রায় (আনুমানিক) ৩০০-৪০০ জন মানুষ এই পাবলিক টয়লেট ব্যবহারের সুবিধা ভোগ করছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ;

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত স্বশরীরে এবং অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণগুলোতে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ। আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করেন উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারী পরিচালক খালেদা আক্তার, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ নাজমুল হাসান পাঠোয়ারী, মোঃ নাজিমউদ্দিন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

এক নজরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বিষয়	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	আয়োজক
Microfinance Management	১ এপ্রিল - ২৮মে ১জুন - চলমান	০৬জন ০৬জন	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ
Microfinance Operations and Management	০৯-১৩ এপ্রিল	০১জন	সিডিএফ
Risk Management	০৭-১১ মে	০১জন	পিকেএসএফ
Training of Trainers	১৪-১৮মে	০১জন	পিকেএসএফ
1st Bangladesh CSR Summit	১১মে	০১জন	Community Social Work Practice & Development (CSWPD)
Accounting for non Accounts	২৮ মে - ০১জুন	০১জন	পিকেএসএফ
Leadership for Development Professionals	১১-১৫জুন	০১জন	পিকেএসএফ
Gender Mainstreaming Training	২০জুন	০২জন	BRAC HCMP, Cox's Bazar

শোক সংবাদ

আমরা শোকাহত

মাতৃবিয়োগ

ঘাসফুল পটিয়া সদর শাখায় কর্মরত সাপোর্ট স্টাফ আশীষ দে এর মাতা গত ০৬ মে পরলোকে গমণ করেন। "ওঁগঙ্গাদহেয়ংসর্বগাত্রানি দিব্যান্ লোকান স্ব গচ্ছতু"! তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত এবং বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করে।

মাতৃবিয়োগ

ঘাসফুল সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের মাতা ০৫ জুন ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জানান।।

পিতৃবিয়োগ

ঘাসফুল দেলুয়াবাড়ি শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ মনিমুল হক এর পিতা গত ১ জুন ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করে পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

প্রোগ্রামের নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন

ঘাসফুল কমউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এর স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপকারভোগী সদস্যদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। গত তিনমাসে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
সাধারণ চিকিৎসা সেবা	৬২৯জন
টিকাদান কর্মসূচি	৩৬৭জন
পরিবার পরিকল্পনা	১১৫৮জন
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৪৩০৭জন
হেলথ কার্ড	৯৮৯টি

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন সম্পন্ন

বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন পালনের অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে ঘাসফুল গত ১৮জুন চট্টগ্রাম নগরীর পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল ফিক্সড ক্লিনিক ও আগ্রাবাদস্থ ছোটপুল এবং মুহুরি পাড়া তিনটি স্থানে ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে। ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাগণ ক্যাম্পেইন চলাকালীন ৬মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ান। এসময় ৬-১১ মাস বয়সী ৬৫০জন শিশুকে নীল ক্যাপসুল ও ১২-৫৯ মাস বয়সী ২৫০০জন শিশুকে লাল ক্যাপসুলসহ মোট ৩১৫০জন শিশুকে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নত চক্ষুসেবায় ঘাসফুল ভিশন সেন্টার;

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার ২০১২ সাল থেকে নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উন্নত চক্ষুসেবা প্রদান করে আসছে ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনিস্টিটিউট এন্ড হসপিটালের সহযোগিতায়। গত তিন মাসে (এপ্রিল-জুন) ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে নওগাঁ জেলার সাপাহারশাখায় ০৩টি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা:

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা (জন)	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা (জন)	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা (জন)
সাপাহার	৩	৩২৮	৫৮	৩৮
মোট	**০৩**	**৩২৮**	**৫৮**	**৩৮**
ক্রমপুঞ্জিভূত	২০৩	৩৭,২৭১	৫,২৫৯	৪,৫৩৬

নওগাঁ জেলায় ঘাসফুলের নতুন ৩টি শাখার কার্যক্রম উদ্বোধন

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অর্ন্তভূক্তিকরণ বিভাগ নওগাঁ জেলায় গত ১ এপ্রিল হতে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য রহনপুর (শাখা কোড-৫৭), সরাইগাছী (শাখা কোড-৫৯) ও আত্রাই (শাখা কোড-৬০) নতুন ৩টি শাখার কার্যক্রম শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় ০৯ ও ১০ মে ১ম ঋণ বিতরণের মাধ্যমে শাখাসমূহের কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন রহনপুর পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সৈয়দ গোলাম নবী মাসুম, সহকারী পরিচালক সাঈদুর রহমান, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সেলিম, সহকারী ব্যবস্থাপক রবি রায় মালাকার, কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান, মো: আলমগীর হোসেন ও মো: আনোয়ার হোসেনসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩০জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৩৯৮১
সদস্য সংখ্যা	৭৭৮১৭
সঞ্চয় স্থিতি	৯০৩০৬৬৪৮১
ঋণ গ্রহীতা	৫৮৭২১
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	২৫৫৫০৬৬৯৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	২৩২৯৫৬৭৫৫৬৫
ঋণ স্থিতির পরিমান	২২৫৪৯৯৪১৩০
বকেয়া	১৩৪৭১৭৫৯০
শাখারসংখ্যা	৬০

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

গত তিন মাসে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর ৮৯জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন। ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যুদাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ৩২, ৯৮, ৫৪৭/- (বত্রিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার পাঁচশত সাতচল্লিশ) টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৬৯৬,৭৬২/- (ছয় লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার সাতশত বাষট্টি) টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৪০৭,০০০ (চার লক্ষ সাত হাজার) টাকা।

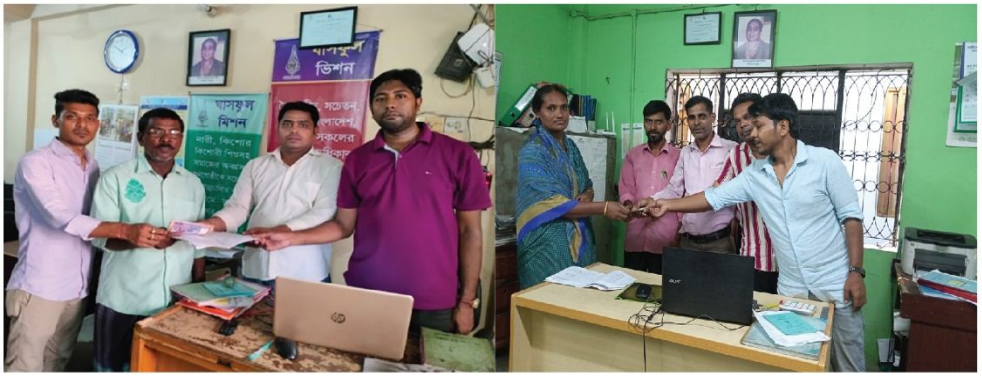

চাকুরি ছেড়ে সফল ব্যবসায়ী হাসিবুর

মোহাম্মদ সেলিম
ব্যবস্থাপক
ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও
আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগ

চাপাঁইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলার অন্তর্গত পার্বতীপুর ইউনিয়নের ভাটথৈর গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের এমরান আলীর একমাত্র পুত্র মো. হাসিবুর রহমান। তার পিতা ছিলেন একজন কৃষক। পরিবারের সদস্য ছিল চার জন। তার পিতা নিজের কিছু জমি আর বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করেই সংসার চালাতেন। তার পরিবারে ভরণ পোষণ ভালভাবে চললেও নিজের আর ছেলেমেয়েদের বাড়তি চাহিদা মেটাতে হিমশিম খেতে হত। হাসিবুর পড়ালেখার পাশাপাশি চাষাবাদে পিতাকে সহযোগিতা করত। সে অনেক কষ্টে এমবিএ পাশ করে। পড়ালেখা শেষে হাসিবুর চাকরির চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তেমন ভাল জানাশোনা আর চাকুরিতে ঘুষ দেয়ার সামর্থ্য না থাকায় সে ভাল চাকরি পাচ্ছিল না। এভাবে কেটে যায় বেশ কয়েকটি বছর। হাসিবুর রহমান একসময় চ্যালেঞ্জিং চাকরি মার্কেটিং কোম্পানিতে যোগদান করে সেখানে ভাল করতে পারেনি। পরবর্তী স্থানীয় একটি এনজিওতে যোগদান করে ছয়মাস চাকুরি করে পরে ছেড়ে দেয়। এরপর আরো বেশ কয়েক বছর পার হয়। এ দিকে, পরিবার থেকে বার বার তাগাদা দেয়া হচ্ছে, কিছু করে আয় রোজগার করার জন্য। তার পরিবার ব্যবসায় করাটা তেমন পছন্দ করত না। কিন্তু সে ব্যবসায় করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এক পর্যায়ে সে মনস্থির করল যে, অনলাইন সার্ভিসের ব্যবসা করবে। উল্লেখ্য, এলাকার লোকজনকে অনলাইন সার্ভিস নেয়ার জন্য ২/৩ কিলোমিটার দূরে যেতে হত। এই চিন্তা থেকেই মূলত সে এ ব্যবসার পরিকল্পনা করে। হাসিবুর ছাত্র অবস্থায় কম্পিউটার শর্ট কোর্স সম্পূর্ণ করেছিল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পিতা তাকে কিছু টাকা দেন ল্যাপটপ কেনার জন্য। নিজেদের জায়গায় কোন রকম একটা দোকান ঘর তৈরি করে সেখানেই অনলাইন সার্ভিসের ব্যবসায় শুরু করে। সে অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন, জাতীয়তা সনদ, পুলিশ ভেরিফিকেশন আবেদন, ট্যাক্স সনদ তৈরি, সরকারি-বেসরকারি স্কুল কলেজে ভর্তির আবেদন, চিঠি লিখে দেয়া, বিভিন্ন বিল পরিশোধ করা ইত্যাদি সেবা প্রদান করতে থাকে। ব্যবসায় মোটামুটি চলতে লাগল, এলাকায় তার পরিচিতিও বাড়তে শুরু করল।

এভাবে বছর খানেক চলার পর এলাকার লোকজনের মধ্যে ফটোকপি, লেমেনিটিং, স্টেশনারি (অফিসিয়াল খাতাপত্র, বই কলম, স্টাম্প ইত্যাদি) মালামালের চাহিদা দেখা দিল। এসব মালামাল কেনার জন্য টাকার দরকার। কিন্তু হাসিবুরের কাছে এত টাকা ছিল না। হাসিবুর চিন্তিত হয়ে পড়ে এত টাকা কোথায় পাবে। এই সময় তার আশার আলো হয়ে পাশে দাঁড়াল 'ঘাসফুল'। দোকানে আসা-যাওয়ার সময় হাসিবুর রহমানের সাথে হালকা পরিচয় ছিল ঘাসফুলের মাঠ কর্মীদের সাথে। সেই সুবাদে সে তার ঋণের প্রয়োজন এ কথা তাদের সাথে আলাপ করে। মাঠ কর্মী শাখা ব্যবস্থাপককে জানালে তিনি হাসিবুরের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সরজমিনে পরিদর্শন এবং সম্ভাবনা যাচাই করে ঋণ দেয়ার পক্ষে মতামত প্রদান করে। অগ্রসর কম্পোনেন্ট থেকে প্রথম দফায় তাকে ২,০০,০০০ টাকা (দুই লক্ষ) টাকা ঋণ দেয়া হয়।

এই টাকা দিয়ে তিনি ফটোস্ট্যাট, স্ক্যান মেশিন এবং স্টেশনারী মালামাল কেনে। আস্তে আস্তে তার ব্যবসার প্রসার লাভ করতে থাকে। সে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করে। ২০২০ সালে সারা বিশ্বের মত আমাদের দেশেও করোনা মহামারীর কারণে স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় তার ব্যবসায় কিছুটা মন্দা গেলেও অল্প কিছু দিনের মধ্যে সেই মন্দাভাব কাঠিয়ে উঠে। দ্বিতীয় দফায় আবার ১০০,০০০ টাকা (এক লক্ষ) টাকা ঋণ নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতে চাহিদা মোতাবেক বিবাহসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান সামগ্রী যেমন- ওয়ান টাইম প্লেট, গ্লাস বাটি ও ইলেকট্রিক সামগ্রী কিনে এলাকার লোকজনের চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করে। প্রথম দফার মত দ্বিতীয় দফার ঋণও সঠিক সময়ে পরিশোধ করে। এরই মধ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পিকেএসএফের মাধ্যমে ঘাসফুল ১৮ শতাংশ সার্ভিস চার্জে এমডিপি-এফ তহবিল পায়। নিয়ম মোতাবেক খুব ভাল সদস্য ও নিয়মিত কিস্তি চালিয়েছেন এমন সদস্যদেরকে ঋণ প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত হলে ঘাসফুল জিনারপুর শাখার শাখা ব্যবস্থাপক মো. হাসিবুর রহমানকে ঋণ দেয়ার জন্য মনোনীত করে। ২০২৩ সালের ২২ জানুয়ারি তার চাহিদা মোতাবেক পুনরায় ২৫০,০০০ টাকা (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। কম সুদে ঋণ পেয়ে সে ঘাসফুলে কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। সে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করে যাচ্ছে।

চাষবাদসহ হাসিবুরের বর্তমানে মাসিক আয় ৫০০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকারও অধিক, যা গত তিন বছর আগেও ছিল ২০০০০/- (বিশ হাজার) টাকার কম। সে আয় দিয়ে কিছু জমি কিনে সম্পদের মালিকও হয়েছে হাসিবুর রহমান। বর্তমান দোকানের পাশাপাশি আরো একটি দোকান ঘর নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছে। এলাকায় তার কাজের জন্য তিনি এখন সমাদৃত। সে ২০২১ সালে বিয়ে করে। তার এক কন্যা সন্তান আছে। এক বোনসহ এখন সে সুখী সংসার জীবন যাপন করছে। ঘাসফুলের কাছ থেকে ঋণ পেয়ে ব্যবসায়ে সে উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করে পরিবার ও সামাজিকভাবে উন্নতি সাধন করেছে এবং এলাকায় নিজের সম্মান বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। ঘাসফুল তার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে।

ইস্যুভিত্তিক আলোচনা সভা

প্রাণি সম্পদ উন্নয়নের জন্য দক্ষ সেবাদানকারী এলএসপি (লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডার) তৈরীর লক্ষ্যে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ইফাদ'র অর্থায়নে ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আর এম টি পি প্রকল্প'র উদ্যোগে গত ২৭ এপ্রিল ইস্যুভিত্তিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এলএসপিদের (লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডার) কর্মকান্ড সর্ম্পকে আলোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এতে ১৮জন এলএসপি অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সহকারী পরিচালক ও প্রকল্প ফোকাল পার্সন কে এম জি রব্বানী বসুনিয়া, প্রকল্প ব্যবস্থাপক কৃষিবিদ মোঃ শাহাদত হোসেন ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

"নিউট্রিশন সেনসিটিভ ভ্যালু চেইন" শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

গত ০২-০৩ এপ্রিল বগুড়ার উত্তরা ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটেপিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত "নিউট্রিশন সেনসিটিভ ভ্যালু চেইন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন প্রকল্পব্যবস্থাপক কৃষিবিদ মোঃশাহাদত হোসেন ও বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার এস এম শাহরিয়ার।

"বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল এনালাইসিস" বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

বগুড়ার উত্তরা ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে গত ১২-১৩ জুন পিকেএসএফ আয়োজিত "বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল এনালাইসিস" বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার সহকারী পরিচালক ও প্রকল্প ফোকাল পার্সন কে এম জি রব্বানী বসুনিয়া, প্রকল্প ব্যবস্থাপক কৃষিবিদ মোঃ শাহাদত হোসেন।

টিকাদান ক্যাম্পেইন সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ইফাদ'র অর্থায়নে ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি প্রকল্প'র উদ্যোগে গত তিন মাসে নওগাঁ জেলারপাঁচটি উপজেলায় নওগাঁ সদরে ৩টি, মান্দা উপজেলায় ৭টি, বদল গাছিতে ৪টি, মহাদেবপুরে ৫ টি এবং পত্নীতলায় ৩টি মোট ২২টি টিকাদান ক্যাম্পেইন সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ক্যাম্পেইনে প্রায় ২২০০০ মুরগীকে টিকা প্রদান করা হয়।

হাঁস ও মুরগী পালনকারীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

গত তিনমাসে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি প্রকল্পের উদ্যোগে হাঁস ও মুরগীর পালনকারীদের নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলায় নওগাঁ সদরে ১০টি, মান্দা উপজেলায় ১২টি, বদল গাছিতে ২টি, মহাদেবপুরে ১১টি ও পত্নীতলায় ৯টি মোট ৪৪টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে মোট ৮৮০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) গণ।

বিশুদ্ধ জাতের সোনালী মুরগীর বাচ্চা প্রদান

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ইফাদ'র অর্থায়নে ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি প্রকল্প'র উদ্যোগে সোনালী মুরগী উৎপাদনকারী খামারীদের বিশুদ্ধ জাতের সোনালী মুরগী পালনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২১ মে নওগাঁ সদর উপজেলার হাপানিয়া ইউনিয়নের খামারী মোঃ আঃ মজিদ ও মোঃ এরশাদুল প্রত্যেকে ১০০০ করে নারিশ উৎপাদিত বিশুদ্ধ জাতের সোনালী মুরগীর বাচ্চা প্রদান করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পব্যবস্থাপক কৃষিবিদ মোঃ শাহাদত হোসেনসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

জৈব সারকারখানা স্থাপন ও উন্নয়ন

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ইফাদ'র অর্থায়নে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি প্রকল্প'র উদ্যোগে প্রাণীর বর্জ্যকে সম্পদে রুপান্তর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত তিনমাসে নওগাঁ জেলার ২টি উপজেলায় নওগাঁ সদরে ৩টি এবং পত্নীতলায় ২টি করে মোট ৫টি কেঁচো সার কারখানা স্থাপন ও মালিকদেরকে কারখানার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান ও সহযোগীতা করা হয়।

হাঁসের হ্যাচারী উন্নয়ন

নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় বিসমিল্লাহ পোল্ট্রি হ্যাচারী নামে ১টি হাঁসের হ্যাচারী উন্নয়ন করা হয়েছে। প্রতিমাসে হ্যাচারীটির উৎপাদন ক্ষমতা ৬০০০০ (ষাটহাজার) বাচ্চা। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় উৎপাদন কম ছিল। আরএমটিপি প্রকল্প'র কর্মকর্তাদের পরামর্শ ও সহযোগীতায় হ্যাচারীটিতে এখন প্রতিমাসে ৮০০০ থেকে ১০০০০ বাচ্চা উৎপাদিত হচ্ছে এবং উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পর্যন্ত হ্যাচারীটি থেকে প্রায় ১০০ জন উপকারভোগী প্রায় ৩২৫০০ হাঁসের বাচ্চা সংগ্রহ করেছে।

দেশী মুরগীর চিকেন কুপ ও মিনি হ্যাচিং মেশিন প্রদান

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ইফাদ'র অর্থায়নে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি প্রকল্প'র উদ্যোগে নওগাঁ জেলার ৪টি উপজেলায় মহাদেবপুরে ২জন, নওগাঁ সদরে ১জন, মান্দা উপজেলায় ১জন ও বদলগাছিতে ১জন করে মোট ৫জন উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে চিকেন কুপ ও৮০টি ডিমের মিনি হ্যাচিং মেশিন প্রদান করা হয়। যাতে করে আবদ্ধ অবস্থায় দেশী মুরগী পালন ও মুরগীর ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন করতে (ডিমে তা দিতে) যেন কোন হাঁস-মুরগীর ব্যবহার না করতে হয়উপকারভোগী সদস্যদের। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক কৃষিবিদ মোঃ শাহাদত হোসেনসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

এগ শপ উন্নয়ন

আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় গত মে-জুন নওগাঁ জেলার ৩টি উপজেলায় নওগাঁ সদরে ১টি, পত্নীতলায় ১টি ও মহাদেবপুরে ১টি করে মোট ৩টি এগ শপ উন্নয়ন করা হয়েছে। এগ শপ উন্নয়নে দোকান মালিকগণকে নিরাপদে ডিম পরিবহণের জন্য ক্যারেট প্রদান করা হয়েছে। এগ শপ গুলোর মালিকদের সাথে ডিম উৎপাদনকারী খামারীদের মৌখিক, ক্ষেত্র বিশেষে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করার বিষয়ে সহযোগীতা প্রদান করা হয় হয়েছে। খামারীরা এখন তাদের উৎপাদিত ডিম ন্যায্য দামে নিকটস্থ দোকানে বিক্রয় করতে পারছে। এতে করে খামারীরা এখন শুধু মাংসের জন্য মুরগী নয় বরং ডিমের জন্য মুরগী পালনেও আগ্রহী হচ্ছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক কৃষিবিদ মোঃ শাহাদত হোসেনসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে কার্যক্রম জোরদার করার তাগিদ... *শেষ পৃষ্ঠার পর*

উপস্থিত নির্বাহী কমিটি'র সদস্যগণ গ্রামীণ জনগণের জন্য গৃহীত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনসহ যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে পর্যালোচনা করে কার্যক্রমকে আরো জোরদার করার তাগিদ দেন। সভায় অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন, ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি শিব নারায়ন কৈরী, সাধারণ সম্পাদক সমিহা সলিম, যুগ্ম-সাঃ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, কোষাধ্যক্ষ গোলাম মোস্তফা, নির্বাহী সদস্য প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম, পারভীন মাহমুদ এফসিএ। এসময় আরো সংযুক্ত ছিলেন ঘাসফুল এর সিইও আফতাবুর রহমান জাফরীসহ সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ। সভায় সংস্থার ফিন্যান্স এন্ড অডিট কমিটি পুনর্গঠন, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং বিভিন্ন নীতিমালার অনুমোদনসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

কাজলী বেগমের চিকেন কুপ

মোঃ শাহদাত হোসেন
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, আরএমটিপি।

নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার ভীমপুর ইউনিয়নের চকরাজা গ্রামের মোছাঃ কাজলী বেগম। একজন গৃহবধু। স্বামী দিন মজুর। আয় যা হয় তা দিয়ে কোন রকমে সংসার চলে যায়। কিন্তু বাচ্চার পড়ালেখা বা কেউ অসুস্থ হলে যে অতিরিক্ত খরচ অথবা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় এসব কিছুই ভালোভাবে করতে পারতো না। জমি জমা তেমন কিছু নেই। কাজলী বেগম বলেন, "দেশী মুরগী আমি আগে থেকেই পালন করতাম। এই মুরগীর চাহিদা ও দাম দুটোই ভালো। কিন্তু প্রতি শীতে সব মুরগিই মারা যায়, ফলে অনেক ক্ষতি হয়।

তিনি ঘাসফুলের আরএমটিপি প্রজেক্টের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে জানতে পারেন হাঁস মুরগীর নিয়মিত টিকা দিলে রোগ বালাই হয় না এবং দেশী মুরগীর চিকেন কুপ সর্ম্পকে জানতে পারে ও চিকেন কুপ তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করে। বর্তমানে তিনি ৪ (চার) শতক জমির উপর চিকেন কুপ ও আশি (৮০)টি ডিমের অটোমেটিক ইনকিউবেটর স্থাপন করেছেন।

কাজলী বেগম বলেন, ঘাসফুল নিয়মিত হাঁস মুরগীর টিকাদানের ব্যবস্থা করেছে। ঘাসফুলের এই উদ্যোগে আমাদের খুব উপকার হবে। আরএমটিপি প্রকল্পের মাধ্যমে ঘাসফুল এগিয়ে আসায় ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

শেষের পৃষ্ঠা
• বর্ষ ২০২৩ • সংখ্যা ০১
• জানুয়ারি - মার্চ

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ২২ বছর

ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ'র সভায়

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে কার্যক্রম জোরদার করার তাগিদ

গত ২১জুন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান, চবি. সিনেট সদস্য ও সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী'র সভাপতিত্বে ঘাসফুল নির্বাহী কমিটি'র ----তম সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে নির্বাহী সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ "লিডারশিপ ইন ফাইন্যান্স এন্ড একাউন্টিং" ক্যাটাগরীতে "টপ-ফিফটি" ওমেন গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ডস-২০২৩ অর্জন করায় ঘাসফুল পরিবারের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয় এবং ঘাসফুল এর প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, প্রধান পৃষ্টপোষক মরহুম এম. এল রহমানসহ গত পঞ্চাশ বছরে ঘাসফুল এর উন্নয়নযাত্রায় যে সকল সহকর্মী মৃত্যুবরণ করছেন তাদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। ◢ *বাকী অংশ ১৯তম পৃষ্ঠায় দেখুন*

নওগাঁ জেলায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম পরিদর্শনে সংস্থার সিইও'র পাঁচদিনের সফর

গত ৪-৮ এপ্রিল ঘাসফুল এর সিইও জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী নওগাঁ জেলায় বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম পরিদর্শনে পাঁচদিনের সফরেযান। সফরকালীন সময়ে তিনি নওগাঁ জোনে সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য মোঃ ওহিদুজ্জামান, নিয়ামতপুর সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো: বজলুর রহমান নঈমসহ নওগাঁ জোনে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ নিয়ে প্রাইজ প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্র্যাকের সাথে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন

সমাজের পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠির আত্মনির্ভরশীলতায় দক্ষ জনশক্তি তৈরী ও তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউনিসেফ ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় Brac-UNICEF-Partnership Reinforcement for integrated Skills Enhancement (PRISE) প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্র্যাকের সাথে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের সাবগ্রান্ট চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্টান (Sub-grant Agreement Singing Ceremony) সম্পন্ন হয়। গত ৩০ এপ্রিল ব্র্যাক এর মহাখালীস্থ প্রধান কার্যালয়ে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি সম্পাদন অনুষ্ঠানে ব্র্যাক'র পক্ষে স্কীল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের এ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টের তাসমিয়া তাবাসসুম রহমান এবং সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার (অপারেশন) শেখ রকিবুল হাসান ও ডেপুটি ম্যানেজার শরীফ আহমেদ নাঈম এবং ঘাসফুলের পক্ষে সংস্থার উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু ও প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য ঘাসফুল PRISE প্রকল্পটি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ০৩টি ওয়ার্ড এবং আনোয়ারা উপজেলায় বাস্তবায়ন করবে।

উপদেষ্টা মন্ডলী
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)
ডেইজী মউদুদ
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মো: ফরিদুর রহমান
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

প্রকাশনা : ঘাসফুল, বাড়ি # ৬২, রোড # ০৩, ব্লক # বি, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম- ৪২১২, বাংলাদেশ।
মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫, ইমেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ghashfulheadoffice@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org